প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩০ ❖ ২৫ - ৩১ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল-২০২৪

আশা করি এবং সৃষ্টির সাথে একত্রে কাজ করি

নারিন্দা ওয়ারি খ্রিস্টান কবরস্থান

অনন্ত শান্তির রাজ্যে নমস্য ফাদার আবেল ও ফাদার অনল টেরেন্স

লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র ক্রুশের পর্ব উদ্‌যাপন

সবাইকে পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লী, লক্ষ্মীবাজারের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র ক্রুশের পর্ব উদ্‌যাপন করা হবে। পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। উক্ত পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগে যোগদান করে যীশুর পবিত্র ক্রুশের বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত।

-: অনুষ্ঠানসূচী :-

❖ নভেনা খ্রিস্টযাগ: ০৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৬:৩০ মিনিট
(নভেনা খ্রিস্টযাগের পূর্বে ৬ টায় রোজারীমালা প্রার্থনা করা হবে)

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ৯টায়

❁ পর্বের পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান: ১৫০০/- টাকা
❁ খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য: ২০০/- টাকা

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার ডনেল ষ্টিফেন ক্রুশ, সি.এস.সি
পাল-পুরোহিত
মোবাইল নম্বর- ০১৩২৫৪১৫৩৭৯

ফাদার নিত্য এক্কা, সি.এস.সি
সহকারী পাল-পুরোহিত

বিজ্ঞ/২৬৪/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।
আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
weekly.pratibeshi.org
weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
varitasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩০
২৫ আগস্ট - ৩১ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১০ ভাদ্র - ১৬ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লালন-পালন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন

মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সত্য-নির্ভর বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস। এ কারণে শুধু জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে নয় মানবজীবন উন্নয়নের জন্যই ইতিহাস জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস পাঠের ফলে মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজদেশ সম্পর্কে মঙ্গল-অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তি প্রয়োজনে ইতিহাসের জ্ঞান রাখা দরকার। একইভাবে স্থানীয় ও দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা সকলের জন্যই মঙ্গলদায়ক। কেননা অনেকদিনের বিশ্বাস ও আচরণের উপর ভিত্তি করেই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস অতীব সুপ্রাচীন হলেও বঙ্গে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু পর্তুগীজদের আগমনের মধ্যদিয়ে। তারা মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসলেও তারা তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্যের চর্চা অব্যাহত রাখে। পর্তুগীজদের পরে একইধারা অব্যাহত রাখে ইংরেজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য বণিক ও মিশনারীরা যারা এদেশে এসে বসবাস করেছিলেন। তারা যেমনি স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতেন ঠিক তেমনি নিজেদের ঐতিহ্যকেও ভুলে যাননি। সঙ্গতকারণেই তারা তাদের বিশ্বাস চর্চার জন্য বিভিন্ন স্থাপনা ও স্থাপত্য নির্মাণ করেন। কালের সাক্ষী হয়ে এখনো কোন কোন স্থাপনা আমাদেরকে ইতিহাসের দিকে নিয়ে যায়। ঢাকার ওয়ারীর খ্রিস্টান কবরস্থান তেমনি একটি স্থান যেখানে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পবিত্রতার একটি সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ঢাকার ওয়ারীর খ্রিস্টান কবরস্থান শুধুমাত্র খ্রিস্টানদেরই নয় সারা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সম্পদ। এই সমাধিস্থানটিতে সমাহিত হয়েছেন কত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যারা সমাজগঠন ও সমাজের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কত কাজ করেছেন। পবিত্র এ কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিদের অনেকেই যেমনি এক একটি ইতিহাস হতে পারেন আবার সমাধিসৌধ বা স্মারকগুলোও অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহন করে। তাই খ্রিস্টান এই সমাধিক্ষেত্রটি গবেষণার একটি উত্তম স্থান হতে পারে। অনেক ধর্মের মত খ্রিস্টধর্মও কবরস্থানকে পবিত্রস্থান হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের কাছে কবরস্থান একটি আবেগের জায়গা। কেননা এখানেই শায়িত আছেন তাদের প্রিয়জনেরা। ফলশ্রুতিতে কবরস্থান পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা সকলেরই একটি নৈতিক দায়িত্ব। ঢাকার ওয়ারীর খ্রিস্টান কবরস্থান পরিচালনা কমিটি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে। কিন্তু তাদের একার পক্ষে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। খ্রিস্টবিশ্বাসী বেশিরভাগই বছরে একবার অর্থাৎ নভেম্বরের ২ তারিখে কবরস্থানে যান ও কবর পরিষ্কার করেন। ফলে বছরের অন্যান্য সময় তা অনেকটা অযত্নে ও অবহেলাতেই থাকে। কবরস্থানের আশেপাশের বাড়ি ও প্রতিষ্ঠান থেকেও ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়। অনেকবার অনুরোধ ও নিষেধ করা সত্ত্বেও তা রোধ করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগিতা একান্তই দরকার, যেমনটি দরকার করবস্থানে প্রবেশপথ যানজট মুক্ত রাখা ও দেয়ালে কোনরূপ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন শ্লোগান না লেখা। কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে প্রশাসন ও পারিপার্শ্বিক সকলের সহযোগিতা একান্তই বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের ঐতিহ্য কিন্তু সহাবস্থান ও ধর্মবোধ। আর এ ধর্মবোধ থেকেই সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান আসে।

খ্রিস্টানদের জন্য এই ওয়ারী কবরস্থানটি আন্তঃমাণ্ডলিক বোধটিকে আরো দৃঢ় করার দৃষ্টান্ত হতে পারে। এখানে বিভিন্ন চার্চের সদস্যদের সমাহিত করার সুযোগ যেমনি আছে তেমনি কবরস্থানটি নিয়ে ২২টি চার্চ একসাথে কাজ করেন। সমাধিস্থান ও মৃত্যু নিয়ে যদি আমরা একসাথে চলতে পারি তবে কর্মক্ষম অবস্থায় কেন একসাথে পথ চলতে কুণ্ঠিত হই! এ কবরস্থান উন্নয়নেও আমরা একসাথে চলতে পারি আর্থিক সহায়তা, নৈতিক সমর্থন ও প্রার্থনা দিয়ে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের মতো আমাদের ঐতিহ্যও বেশ সমৃদ্ধ। পারিবারিক বন্ধন আমাদের আবহমানকালের চিরন্তন ঐতিহ্য। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এমন মায়া-মমতা, ভালোবাসা বিশ্বের অনেক দেশেই বিরল। এই নিবিড় বন্ধন শুধু মানুষের মধ্যে আত্মিক প্রশান্তিই আনে না, এর সঙ্গে জীবনের স্বাদ ও কর্মস্পৃহাকে অর্থবহ করে তোলে। প্রকৃতি আমাদের উজাড় করে দিয়েছে তার অবারিত ধনভাণ্ডার। আমাদের প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ, ঠিক তেমনি আমাদের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভাবনায় আমরা পেয়েছি ষড়ঋতুর সমাহার। এই ষড়ঋতুর কারণে আমাদের দেশে পর্যায়ক্রমে আসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ছয় ঋতুতে আমাদের প্রকৃতি ছয়টি নতুন সাজে সজ্জিত হয়। বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের স্বাদ অব্যাহত রাখতে হলে আমাদেরকে প্রকৃতির যত্ন নিতে হবে। পোপ ফ্রান্সিস প্রকৃতির যত্ন নেবার জন্য 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' (১ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর) পালনের যে আহ্বান রেখেছেন তাতে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়ে সৃষ্টির ঐতিহ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করি।

অটো পাশে গর্ব করার মতো কিছু নেই। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কোন কোন সমন্বয়ক এইচএসসি পরীক্ষা বাতিলকে আমরা কখনোই সমর্থন করি না - এ মত প্রকাশ করে সাধুবাদ পাবার যোগ্য হলেও ছাত্রদেরকে পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা বা মেধা প্রমাণের জন্য আহ্বানও রাখেননি বলে তাদের এ মত প্রকাশটি শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেই যাচ্ছে। পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ঐতিহ্য। সে ঐতিহ্যকে সম্মান করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। †

"তিনি আরও বললেন,'এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, যদি পিতার কাছ থেকেই তাকে এমনটি দেওয়া না হয়।" (যোহন ৬: ৬৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ আগস্ট - ৩১ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৫ আগস্ট, রবিবার
যোশুয়া ২৪: ১-২, ১৫-১৮, সাম ৩৪: ১-২, ১৫-২২, এফে ৫: ২১-৩২ যোহন ৬: ৬০-৬৯

২৬ আগস্ট, সোমবার
২ থেসা ১: ১-৫, ১১-১২, সাম ৯৬: ১-৫, মথি ২৩: ১৩-২২

২৭ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধ্বী মনিকা, *স্মরণদিবস*
২ থেসা ২: ১-৩, ১৪-১৭, সাম ৯৬: ১০-১৩, মথি ২৩: ২৩-২৬

২৮ আগস্ট, বুধবার
সাধু আগষ্টিন, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
২ থেসা ৩: ৬-১০, ১৬-১৮, সাম ১২৮: ১-২, ৪-৫, মথি ২৩: ২৭-৩২

২৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
দীক্ষাগুরু যোহনের শিরচ্ছেদ, *স্মরণদিবস*
যেরে ১: ১৭-১৯, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, মার্ক ৬: ১৭-২৯

৩০ আগস্ট, শুক্রবার
১ করি ১: ১৭-২৫, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১০-১১, মথি ২৫: ১-১৩

৩১ আগস্ট, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
১ করি ১: ২৬-৩১, সাম ৩৩: ১২-১৩, ১৮-২১, মথি ২৫: ১৪-৩০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ আগস্ট, রবিবার
+ ব্রা. মালাকি রবার্ট ও'ব্রায়েন, সিএসসি (ঢাকা)

২৬ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৯৪ সি. এম. থেকলা, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১১ ফা. আন্তনীও ফলিয়ানী, এসএক্স (খুলনা)

২৭ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী গ্রেট্রুড, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রা. মার্সেল ডুশেন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফা. জেমস তোবিন, সিএসসি
+ ২০২২ সি. মেরী তেরেজা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৮ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৮৩ সি. মেরী ভিক্টুয়া, আরএনডিএম
+ ২০০৫ সি. এম. বেনেডিক্ট গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)

৩০ আগস্ট, শুক্রবার
+ ২০০৬ সি. মেরী ডরোথী, এসএমআরএ (ঢাকা)

৩১ আগস্ট, শনিবার
+ ২০০১ সি. মেরী ফ্লোরেন্স, এমসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ব্রা. রেমন্ড কুর্‌নোয়ায়ে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭৯৩ অন্যদিকে, অজ্ঞতা যদি দুর্জ্ঞেয় হয়, অথবা নৈতিক ব্যক্তি যদি তার ভ্রমাত্মক বিচারের জন্য দায়ী না হয়, তবে ব্যক্তি যে অন্যায় করেছে তার জন্য তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কিন্তু ক্রিয়াটি কোন অংশে কম মন্দ, অভাব, বা অ-নিয়ম নয়। সেই কারণে তাকে তার নৈতিক বিবেকের ভ্রমগুলোকে সংশোধন করার জন্য কাজ করতে হবে।

১৭৯৪ ভাল ও পুণ্য বিবেক আলোকিত হয় খাঁটি ধর্মবিশ্বাস দ্বারা। কারণ ভ্রাতৃপ্রেম একই সঙ্গে "শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন।

বিবেক যত বেশী খাঁটি হবে, ততোই মানবব্যক্তি ও মানবগোষ্ঠী অন্ধতা থেকে দূরত্ব নেবে এবং বস্তুনিষ্ঠ নীতি দ্বারা নৈতিক আচরণ পরিচালিত করতে সচেষ্ট হবে।

সারসংক্ষেপ

১৭৯৫ "মানুষের বিবেকই হচ্ছে তার গোপনতম সত্তা এবং তার পুণ্যস্থান। সেখানে সে একাকী ঈশ্বরের সঙ্গে থাকে যাঁর কণ্ঠস্বর অন্তর-গভীরে সে শুনতে পায়।" (২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৬)

১৭৯৬ বিবেক হল বুদ্ধির বিচারশক্তি যার মাধ্যমে মানবব্যক্তি বাস্তব ক্রিয়ার নৈতিকতা বুঝতে পারে।

১৭৯৭ যে ব্যক্তি অন্যায় করেছে তার জন্য বিবেকের রায় হল মনপরিবর্তন ও আশার অঙ্গীকার।

১৭৯৮ সুগঠিত বিবেক ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী। বিবেক, বুদ্ধিশক্তির দ্বারা, সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞা দ্বারা ইপ্সিত প্রকৃত মঙ্গল অনুসারে, তার বিচারের রায় প্রণয়ন করে। প্রত্যেকেই তার নিজ বিবেক সুগঠিত করার জন্য পন্থা অবলম্বন করবে।

১৭৯৯ নৈতিক সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়ে, বিবেক, যুক্তিবুদ্ধি ও ঐশবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঠিক বিচার করতে পারে, অথবা পক্ষান্তরে, সে আবার ভ্রান্ত বিচারও করতে পারে।

১৮০০ মানুষ সবসময় বিবেকের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তকে মেনে চলতে বাধ্য।

১৮০১ বিবেক অজ্ঞতার মধ্যে থাকতে পারে, অথবা বিচারে ভুল করতে পারে। এধরনের অজ্ঞতা ও ভুল সবসময় দোষমুক্ত নয়।

১৮০২ বিবেক গঠনের জন্য ঈশ্বরের বাণী হল আমাদের চলার পথে আলো। ধর্মবিশ্বাস ও প্রার্থনায় আমাদের তা আপন করে নিতে হবে, এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। এভাবেই গঠিত হয় নৈতিক বিবেক।

ধারা - ৭

সদগুণসমূহ

১৮০৪ মানবিক সদগুণগুলো হল দৃঢ় মনোভাব, স্থির স্বভাব, বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির অভ্যাসগত পূর্ণতা, যা বুদ্ধিশক্তি ও ধর্মবিশ্বাস অনুসারে আমাদের ক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে, প্রবৃত্তিসমূহকে শৃংখলায় রাখে, এবং আমাদের আচরণকে পরিচালিত করে। সদগুণগুলো নৈতিক মানদণ্ডে ভাল জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে স্বাচ্ছন্দ্য, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আনন্দ লাভ সম্ভব করে তোলে। সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষ সে-ই, যে স্বাধীনভাবে মঙ্গলের অনুশীলন করে।

ফাদার যোসেফ চিসিম

সাধারণ কালের ২১তম রবিবার

১ম পাঠ: যোশুয়া ২৪:১-২ক, ১৫-১৮ পদ
২য় পাঠ: এফেসীয় ৫:২১-৩২ পদ
মঙ্গলসমাচার: যোহন ৬:৬০-৬৯ পদ

আজকের **১ম** পাঠের মূল বিষয় বস্তু হলো: যোশুয়া ইস্রায়েল জাতির প্রবীণদের, সমস্ত নেতাদের, বিচারক ও শাস্ত্রীদের সকলকে পরমেশ্বরের পুণ্যালয়ের সামনে সমবেত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, " শোন, ভগবানের সেবা করতে তোমাদের যদি মন না চায়, তাহলে আজই বেছে নাও, কার সেবা তোমরা করতে চাও: তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের দেবতা - না হয়, আমোরীয়দের এই যে দেশে তোমরা এখন বাস করছ, তাদেরই দেবতাদের! তবে আমি ও আমার পরিজন, আমরা কিন্তু ভগবানের সেবা করতে চাই।" লোকেরা উত্তর দিল, " ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতাদের সেবা করবার প্রশ্নই ওঠেনা। আমাদের ঈশ্বর ভগবানই আমাদের ও আমাদের পিতৃ-পুরুষদের মিশর দেশ থেকে, দাসত্বের সেই বাস-ভূমি থেকে বের ক'রে এখানে নিয়ে এসেছেন। তাই আমরাও ভগবানের সেবা করতে চাই, কারণ তিনিই আমাদের ঈশ্বর।"

২য় পাঠের মূল বিষয় বস্তু হলো: সাধু পল, সুখী ও আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ার দিক্ নির্দেশনামূলক উপদেশ দিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীদের।

মঙ্গলসমাচারের মূল বিষয় বস্তু হলো : যিশুর দেহ ও রক্ত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনকে আধ্যাত্মিক ভাবে সঞ্জীবিত করে, শাশ্বত জীবন দান করে - যিশুর এই শিক্ষাকে শিষ্যদের অনেকেই মেনে নিতে পারেনি ব'লে যিশুর সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে লাগল। তাই যিশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে বললেন, "কী, তোমরাও কি চলে যেতে চাও ?" সিমোন পিতর উত্তর দিলেন, "আমরা আর কার কাছেই বা যাব, প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী আপনার কাছেই রয়েছে! আর আমরা বিশ্বাস করি, আমরা জানি, আপনি পরমেশ্বরের সেই পবিত্রজন।"

আজকের তিনটি পাঠের মূল বিষয় বস্তুই হলো - ঈশ্বরে বিশ্বাস, আমাদের জীবনে এনে দেয় সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বাসের শিথিলতা দেখে যোশুয়া অনেকটা হতাশ হয়েই লোকদের প্রশ্ন করেছিলেন, "ভগবানের সেবা করতে তোমাদের যদি মন না চায়, তাহলে আজই বেছে নাও, কার সেবা তোমরা করতে চাও?" ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশটি হলো একটি পবিত্র ভূমি যা ঈশ্বর নিজেই আব্রাহাম, ইসাহাক ও যাকোবের সহিত সন্ধি করেছিলেন। প্রতিশ্রুত পুণ্য-ভূমিতে প্রবেশ করার জন্য দীর্ঘ দিন তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে, প্রস্তুতি নিতে হয়েছে, কিন্তু তাদের এই প্রস্তুতি সন্তোষজনক ছিল না। তাই যোশুয়া চূড়ান্তভাবে লোকদের প্রস্তুত করাতে চাইলেন যেন লোকেরা পবিত্র মন নিয়ে, ভাল মনোভাব নিয়ে, ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে পুণ্য-ভূমি প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করে। তাই লোকেরা যোশুয়ার আক্ষেপপূর্ণ মনোভাব বুঝে এক বাক্যেই ঈশ্বর ভগবানের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিল। সেদিন তারা অনুভব করতে পেরেছিল, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ ছাড়া প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করা সম্ভব না। আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা প্রতিদিনই সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করি। অর্থাৎ এই পৃথিবীটাই হলো আমাদের জন্য প্রতিশ্রুত দেশ। এই সুন্দর পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের প্রেরণ করেছেন যেন ঈশ্বর বিশ্বাস ও সুন্দর মন-মানসিকতা নিয়ে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন করি, তবেই এই পৃথিবীর মাটি আমাদের কাছে হয়ে উঠবে উর্বর ভূমি, সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা - এই প্রতিশ্রুত দেশ।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন তখনই খ্রিস্টীয় আদর্শ দম্পতি ও সুখী পরিবার হবে যখন তারা ঈশ্বর ও পরস্পরকে বিশ্বাস করবে, ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে। ঈশ্বরের উপস্থিতিই পরস্পরের সম্পর্ককে পরিপূর্ণতা দান করে, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করে। আমাদের সমাজে যে কয়টা আদর্শ পরিবার দেখি, তাদের মধ্যে আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসের লক্ষণগুলো দেখি – যেমন: দৈনিক পারিবারিক প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, সহভাগিতা, ক্ষমা ও গ্রহণীয় মনোভাব, প্রতিবেশির সাথে সুন্দর সম্পর্ক, পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সৎ জীবন যাপন। বিবাহ হলো একটি সাক্রামেন্ত। পরিবারে পবিত্র সাক্রামেন্তীয় জীবন যাপন করেই মানুষ ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন করতে পারে আর ঈশ্বরের ঐশ আশীর্বাদে সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে।

১ম পাঠে যোশুয়া ইস্রায়েল জনমণ্ডলীকে আর মঙ্গলসমাচারে যিশু তাঁর বারো শিষ্যকে প্রশ্ন করেছিলেন তাদের শিথিল বিশ্বাসের কারণে আর তাদের উত্তর ছিল সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে। ইস্রায়েলীয়রা বুঝতে পেরেছিল ঈশ্বর ছাড়া তাদের কেউ নেই। তারা নিয়মিত শাস্ত্রী ও প্রবীণদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাণী, পূর্ব-পুরুষদের বিভিন্ন কাহিনী ও বিভিন্ন দিক্ নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই খুব সহজেই যোশুয়ার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিল। অন্যদিকে যিশুর শিষ্যরা অশিক্ষিত, জেলে হলেও যিশুর সাহচর্যে এসে ঈশ্বর বিশ্বাস লাভ ক'রে এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে যিশুকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, যিশুর প্রকৃত পরিচয় ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের বর্তমান জীবন যাত্রা দেখে যোশুয়া এবং যিশু যদি আমাদের প্রশ্ন করে বসেন, "বেছে নাও, তোমরা কার সেবা করবে - ঈশ্বর ভগবানের না জাগতিক ধন-সম্পদের?" অথবা " কী, তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" আমরা কি যোশুয়ার সময়কার লোকদের মত বলতে পারব - "ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতাদের সেবা করবার প্রশ্নই ওঠেনা।" অথবা যিশুর শিষ্য সিমোন পিতরের মত উত্তর দিতে পারব - "আমরা আর কার কাছেই বা যাব, প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী আপনার কাছেই রয়েছে।" আমরা অনেকেই তাদের মত সঠিক উত্তর দিতে পারব না কারণ আমরা অনেকেই জাগতিকতার সাথে এতোই আসক্ত, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে এতো ব্যস্ত; আধ্যাত্মিক কাজের জন্য, উপাসনার জন্য, ঈশ্বর ও মানুষের জন্য সময় নেই। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জাগতিকতাকে, ধন-সম্পদকে, নিজেদের আরাম আয়েশকে প্রাধান্য দিয়ে ভোগ-বিলাসের জীবনকে বেছে নেই। অনেক দম্পতি অখ্রিস্টীয় জীবন যাপন ক'রে পরিবারের পবিত্রতা কলুষিত করছে, সন্তানদের খ্রিস্টীয় শিক্ষায় মানুষ করছে না, বিশ্বাসের জীবন থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা সেই সমস্ত মানুষদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তাদের মনের পরিবর্তন হয়, ঈশ্বর যেন তাদের এই সুমতি দান করেন যেন তারাও যোশুয়ার মত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বলতে পারে - "আমি ও আমার পরিজন, আমরা কিন্তু ভগবানেরই সেবা করতে চাই।" আরো প্রার্থনা করি তাদের জন্য যারা যিশুর দেহ-রক্তের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝেনা, যে দেহ-রক্ত খ্রিস্ট বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে, বিশ্বাসের জীবনে আনে নূতন চেতনা, প্রেরণা ও দৃঢ়তা, তা উপলব্ধি করেনা। যারা দিনের পর দিন অযোগ্য অন্তরে যিশুর দেহ-রক্ত গ্রহণ করে পবিত্র দেহ-রক্তের অবমাননা করছে, তাদের মনের যেন পরিবর্তন হয়, তারাও যেন এই পবিত্র দেহ-রক্তের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সিমোন পিতরের মতোই দৃঢ়তার সাথে বলতে পারে - "আমরা আর কার কাছেই বা যাব, প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী আপনার কাছেই রয়েছে। আর আমরা বিশ্বাস করি, আমরা জানি, আপনি পরমেশ্বরের সেই পবিত্রজন।" ঈশ্বরের আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক।

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল - ২০২৪ উপলক্ষে বাণী

পৃথিবী নানা দিক দিয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে চলমান শতাব্দীতে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে একটি খবরে সরব গোটা পৃথিবী, আর তা হলো– 'জলবায়ু পরিবর্তন'। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন আজ সারা বিশ্ব। এই হুমকি মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং খ্রিস্টমণ্ডলীকে একযোগে দাঁড়াতে হবে বিপর্যয় রুখতে।

ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বেশ চিন্তিত। ইতোমধ্যে তিনি প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে সর্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি' ও প্রেরণাপত্র 'লাউদাতো দেউম' লিখেছেন। এছাড়াও আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের প্রকৃতি প্রেমের সাথে একাত্ম হয়ে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর ধ্যান-অনুধ্যান, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবীকে রক্ষায় সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে প্রতিবছর পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর, আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিন পর্যন্ত মণ্ডলীতে "সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল" পালন করে আসছে। এই বছরও বাংলাদেশ বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন-সিবিসিবি'র সহযোগিতায় 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল - ২০২৪' পালিত হচ্ছে। লক্ষ্য হলো- সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা এবং ধরিত্রীর আর্তনাদে একত্রে সাড়া দেওয়া। এই বছর "আশা করি এবং সৃষ্টির সাথে একত্রে কাজ করি' প্রতিপাদ্যটি নিয়ে রোমীয় ৮:১৯-২৫ পদের আলোকে 'আশার প্রথম ফসল' প্রতীকটি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রকৃতির ওপর মানুষের নির্যাতনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হলেও মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট কারণকেই সবচেয়ে ক্ষতিকর হিসেবে দেখা হয়। মানুষের কারণে যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, এ বিষয়ে বেশ শক্ত প্রমাণ আছে। আর এ প্রক্রিয়াটি মানুষ সম্পাদন করছে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেনের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদন করে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত অধিক হারে শিল্পকারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বেড়ে চলেছে, যার জন্য দায়ী মানুষই। কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি ব্যবহারে পরিবর্তন, বৃক্ষনিধন, বন উজাড়, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, মিথেন গ্যাস নির্গমন, কৃষি উৎপাদন, প্রভৃতি কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা যে, ভয়ঙ্কর এই পরিণতি ঠেকানোর আর কোনো উপায় নেই এবং চলতি শতকের শেষে গিয়ে বিশ্বের তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। তাহলে এর প্রভাব বিশ্বের একেক জায়গায় একেক রকম হবে। ইতোমধ্যে আমরা পৃথিবীর দিকে তাকালে সে চিত্রগুলো দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা, অনাবৃষ্টি, উচ্চ তাপমাত্রা, খরা ও অতিবৃষ্টি সব দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও অনেক বেশি। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় শীর্ষে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে নানা রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণী ও উদ্ভিদের অনেক প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। গাছ, মাছ, পাখি, ফুল, ফল সবকিছুতেই এই প্রভাব পড়ছে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের জন্য যেখানে ছিল যথাযোগ্য তাপমাত্রা, ছিল ছয়টি আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঋতু, সেখানে দিন দিন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঋতু হারিয়ে যেতে বসেছে এবং সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রায় আমূল পরিবর্তন আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে নানা রকম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। শ্বাসকষ্ট, হিটস্ট্রোক বা গরমজনিত মৃত্যু কিংবা ঠাণ্ডাজনিত মৃত্যু এখন খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের অপরিণামদর্শী আচরণের ফলে আমাদের বসতবাটিসহ এই পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে তা নিরাময়ে আমাদের কাজ করা দরকার। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের জীবনের অনুকরণে বিশ্বের সবাইকে প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরিবেশের বর্তমান দুরাবস্থা ও বিপর্যয়ের মূল কারণ মানুষ। পরিবেশের কথা না ভেবে মানুষ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথা ভেবেছে। ফলে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষা ও রূপান্তরের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে পোপ ফ্রান্সিস 'সমন্বিত পরিবেশ' অর্থাৎ পরিবেশকে সমন্বিতভাবে দেখা ও অন্তর পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীও আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এবং পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ধরিত্রীর পুনঃনবায়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য গোটা মণ্ডলী (১) পরিবার, (২) ধর্মপল্লী, (৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, (৪) সংগঠন ও ক্লাব, (৫) সমাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, (৬) হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং (৭) ধর্মসংঘ একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এই বছর 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল - ২০২৪' (১ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর) পালনে প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে আমরা যেন আরো বেশি সচেতন হই এবং বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের বসতবাটিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে তুলতে পারি।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

সভাপতি, ন্যায় ও শান্তি কমিশন

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান সম্পর্কে দু'টি কথা

ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান একটি প্রাচীনতম সমাধি স্থান। ওয়ারী বলধা গার্ডেন থেকে একটু অগ্রসর হয়ে নারিন্দা এলাকায় এটি অবস্থিত। এই কবরস্থানের রয়েছে এক নিজস্ব ঐতিহ্য। সারা বিশ্বে সাধারণত কাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট ও অর্থডক্স মতবাদে বিশ্বাসীদের পৃথক কবরস্থান থাকতে দেখা যায়। কিন্তু ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কবর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষ সমাহিত হয়েছেন এখানে। প্রতি বছর ২ নভেম্বর, পরলোকগত ভক্তবৃন্দের পর্ব দিবসে বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সমাহিতদের আত্মীয়স্বজন এসে যোগ দেন ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে প্রার্থনা করার জন্য।

কবরস্থানটি আগে তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করত এংলিকান চার্চ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এংলিকান চার্চ কবরস্থানটির দায়িত্ব হস্তান্তর করে ঢাকার আর্চবিশপের হাতে। তৎকালীন আর্চবিশপ ছিলেন মাইকেল রোজারিও। আর্চবিশপ তখন সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালের পালক পুরোহিতকে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি করেন এবং সহকারী পালক-পুরোহিত সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে কবরস্থানটি পরিচালনার জন্য 'কবরস্থান বোর্ড' রয়েছে এবং একটি গঠনতন্ত্র রয়েছে। নিয়মানুযায়ী কমিটির সভাপতি থাকেন আর্চবিশপ এবং সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালের পালক পুরোহিত থাকেন সহ-সভাপতি হিসেবে। বিগত বছরগুলো থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এভাবেই কবরস্থানটি পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ৩৫টি চার্চ এই বোর্ডের সদস্য। কবরস্থানে মোট জমির পরিমাণ ৬.২৯ একর।

ঢাকা শহরে এই কবরস্থানটি প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত। বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের জন্য এটা সবচেয়ে বড় কবরস্থান। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটাকে সযত্নে পরিচর্যা করার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাই। কবরস্থানটি সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনে দেশী ও বিদেশী উপকারী বন্ধুদের সহায়তায় কিছু সংস্কার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। আমি সবাইকে আহ্বান করি এই মহান কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য। সকলের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই
ঢাকার আর্চবিশপ।

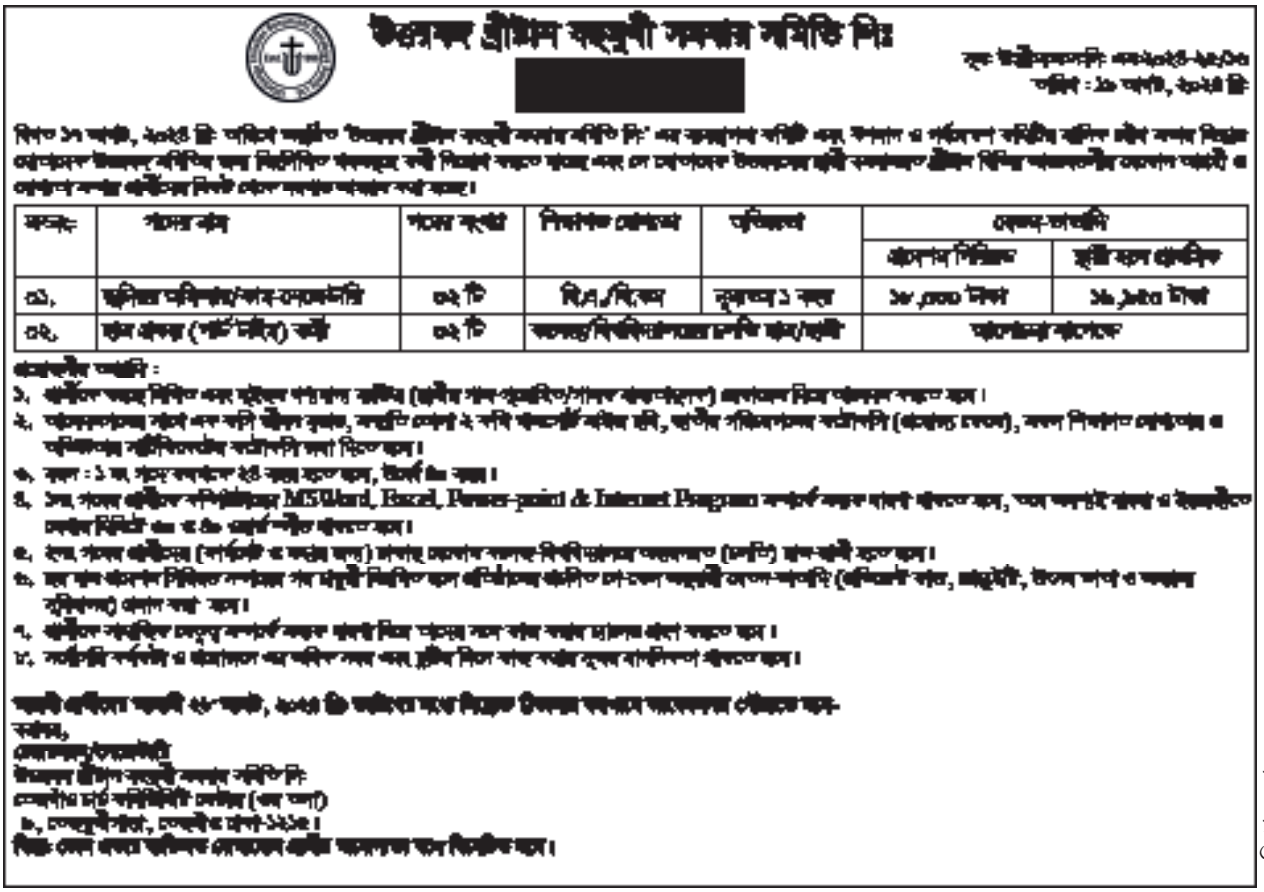

বিজ্ঞ/১৯৬/২৪

Echoes of Faith: The Legacy of Wari Christian Cemetery in Dhaka

Dr. Fr Tapan De Rozario

In the heart of Old Dhaka, the Wari Christian Cemetery stands as a silent testament to the enduring legacy of Christianity, reflecting centuries of faith and history. Visiting this cemetery many times I have collected a good number of epitaph quotes. A few of them are "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live." *(–John 11:25.)* "Rest in peace, for your soul has found its eternal home." "Gone but not forgotten, until we meet again in Heaven."

1. Historical Context

The Wari Christian Cemetery, also known as Narinda Cemetery, was established by Portuguese traders in the 17th century. Likely in the late 16th century, around 1599, the Portuguese missionaries and laities had built Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Church of Our Lady of the Assumption) at Narayandia (Presently Narinda). This was a mother church located in the Wari district of Old Dhaka and served the Christian community of the area. Now a days none can locate its exact place of location: “near the present-day Narinda area, possibly close to the Narinda Christian Cemetery, where the Portuguese had established their settlement.” This church was central to the Portuguese Catholic community in Dhaka and served as a focal point for religious activities during the colonial period. Old paintings and photographs show that the church and the cemetery was at the bank of a big canal. And nearby there was also a chitakhola for the cremation of the Hindus. During its establishment, Dhaka was a significant Mughal provincial capital and later a key city under British colonial rule.

This cemetery is a proof for the Early Christian presence in Dhaka due to Portuguese traders and missionaries. Portuguese settlers established Christian communities, leading to the need for burial grounds. But there is a story that it was officially established during the late 18th century by the British colonials. It is very true that it became a significant burial site for European, particularly British, missionaries, traders, officials, soldiers and families. During the 19th century the cemetery expanded, with many tombs reflecting colonial architecture. It also became the burial ground for local Christian communities, including Armenians, Portuguese, Dutch, and Chinese etc.

After British rule, the cemetery continued to serve local Christian communities. Over time, it faced neglect and deterioration, but it remains a historical site reflecting Dhaka's Christian heritage. The cemetery witnessed pivotal historical events, such as the Mughal era, British colonial period, the partition of India in 1947, Bangladesh's independence in 1971, and the Student Revolution 2024.

The 16th century cemetery is currently under the jurisdiction of St. Mary’s Cathedral, with 22 churches in the city having representatives as its board members. The cemetery maintained by the committee of churches is situated at Narinda.

2. Significance to the Christian Community: The cemetery holds graves of many early European settlers, missionaries, and local Christians, highlighting the longstanding presence and contributions of Christians in Dhaka. for 16th century to 21st century.

3. Layout and Design of Narida Cemetery: The cemetery features a variety of architectural styles, including a Moorish gateway and monuments with Mughal architectural influences. The Wari Christian Cemetery in Old Dhaka is not just a burial ground but a significant historical site with distinctive layout, design, and architectural features. Here is a detailed description of these elements:

3.1 Overall Plan: The cemetery is laid out in a rectangular plot, typical of colonial-era cemeteries. The main entrance usually features an arched gateway, which leads to a central pathway dividing the cemetery into symmetrical sections. Pathways crisscross the cemetery, providing access to various sections. These paths are often lined with trees, adding to the serene environment.

3.2 Section Division: The cemetery is divided into different sections, often based on the denomination, status, or nationality of those buried there. For instance, there might be sections for Anglicans, Catholics and Protestants. Prominent burials, such as those of notable personalities, are usually located in central or easily accessible areas, often marked with larger or more elaborate tombstones and monuments.

3.3 Design:

3.3.1 Grave Markers: The cemetery features a variety of grave markers, ranging from simple headstones to elaborate monuments. Common designs include crosses, obelisks, and tablets. Many headstones are engraved with intricate designs, epitaphs, and biblical quotations,

reflecting the religious and cultural values of the time.

3.3.2 Monuments and Tombstones: Several tombstones are adorned with unique sculptures and relief work. Angels, cherubs, and floral motifs are common, symbolizing peace, purity, and the divine. Some graves have canopied tombstones, which were popular during the Victorian era. These structures provide a sheltered area over the grave, often supported by ornate pillars.

3.3.3 Mausoleums and Vaults: There are a few family mausoleums and vaults within the cemetery. These larger structures often house multiple family members and are designed with more substantial architectural elements. Mausoleums are typically constructed with brick or stone, featuring decorative elements like stained glass windows, wrought iron gates, and detailed carvings.

3.3.4 Columbo Sahib Mausoleum: A notable monument within the cemetery, characterized by its unique architectural style. About him it is written "Company Ka Naukur" meaning "The Servant of the Company." Till now this mausoleum shades an unrevealed mystery, who was this famous servant. All the epitaphs from this main mausoleum are stolen. Banyan trees are growing on it very fast.

Graveyard of Columbo Sahib

4. Notable Personalities Burried at Wari: Includes individuals like Joseph Paget, Columbo Sahib, Joakim G. Nicholas Pogose, and Jane Rennell, who made significant contributions to the local community.

4.1 Reverend Joseph Paget, M.A. (1839-1905): Reverend Paget was a prominent missionary who played a significant role in the educational and social development of Dhaka. He was associated with the establishment of several schools and churches in the region, contributing to the spread of education and Christianity. His work in Dhaka helped lay the foundation for modern education systems and strengthened the Christian community.

4.2 John Wesley Evan (1816-1887): Evan was a British colonial official who served in various administrative roles in Dhaka. He was known for his efforts in improving infrastructure, public health, and administration during his tenure. His administrative reforms and infrastructure projects contributed to the modernization of Dhaka, leaving a lasting impact on the city's development.

4.3 Dr. Annette Beatrice Bonarjee (1868-1941): Dr. Bonarjee was a pioneering female physician and missionary who worked extensively in Dhaka, providing medical care and establishing healthcare facilities, especially for women and children. Her dedication to healthcare and her role in establishing hospitals and clinics significantly improved medical services in Dhaka, particularly for the underprivileged.

4.4 William Henry Pearce (1827-1901): Pearce was a well-known educator and missionary who contributed to the establishment of several educational institutions in Dhaka. He played a key role in promoting literacy and education among the local population. His contributions to education helped uplift the community and provided opportunities for many to pursue higher education and professional careers.

4.5 Emily Caroline Chadwick (1845-1900): Chadwick was a dedicated missionary and social worker who focused on the welfare of women and children in Dhaka. She was involved in setting up orphanages and schools, providing much-needed support and education to vulnerable groups. Her humanitarian work left a lasting impact on the community, improving the lives of many and advocating for women's rights and education.

4.6 Nathaniel and Major General Hemilton Wetch (1725 and 1856): Some graves have imposing monuments and towers as seen in Muslim and Hindu shrines. Most tombstones and epitaphs eroded due to gathering of shrubs, weathering action and lack of maintenance. Prof Muntasir Mamun's book refers a list that mentions some important persons, the oldest of 1725 AD belongs to one Nathaniel of 'English Kuthi'. The cemetery has grave of Maj. Gen. Hamilton Wetch of Bengal Army 11 June 1856 and some English soldiers who died in the fight at Lalbagh Fort during Sepoy Mutiny *(Shipahi Mutiny)*.

5. Their Contributions:

Educational Advancement: Many of the individuals buried in Wari Christian Cemetery were instrumental in establishing and running educational institutions. Their efforts led to increased literacy rates and educational opportunities for both the local Christian community and the broader population.

Healthcare Improvement: Several missionaries and medical professionals worked tirelessly to provide healthcare services, establish hospitals, and promote public health initiatives. Their contributions were crucial in improving health outcomes and

access to medical care in Dhaka.

Administrative and Infrastructure Development: British colonial officials buried at the cemetery often played key roles in the administration and development of Dhaka. Their work in urban planning, infrastructure projects, and governance helped shape the city's growth and modernization.

Social and Religious Impact: The missionary activities of these individuals not only spread Christianity but also introduced various social and cultural changes. They advocated for social justice, education for women, and support for the underprivileged, leaving a positive legacy in the community.

These notable personalities and their contributions highlight the historical and cultural significance of the Wari Christian Cemetery, reflecting the diverse and impactful roles played by members of the Christian community in the development of Dhaka.

6. Notable Architectural Features: Contains artistic and historical tombstones such as obelisks and pyramid-shaped monuments, reflecting influences from colonial cemeteries in Calcutta.

6.1 Unique Tombstones and Monuments: The Wari Christian Cemetery in Old Dhaka features a range of unique tombstones, sculptures, and monuments that reflect the artistic and historical values of the period when they were created. Here is a detailed description of these elements:

6.2 Victorian-Era Headstones: Many tombstones in the cemetery are designed in the Victorian style, characterized by intricate engravings and elaborate decorations. These headstones often include detailed carvings of floral patterns, crosses, and religious symbols.The craftsmanship of these tombstones showcases the artistic skills of the stonemasons of that era. The intricate designs and high-quality engravings represent the aesthetic preferences and cultural influences of the Victorian period.

6.3 Cross-Shaped Markers: Cross-shaped markers are common in the cemetery, symbolizing the Christian faith. These crosses vary in design, with some being simple and others adorned with decorative elements such as ivy, roses, or lilies.These markers reflect the religious sentiments and beliefs of the community. The use of floral motifs often symbolizes eternal life and resurrection.

6.4 Obelisks: Some graves feature obelisk-shaped tombstones, a popular design during the 19th century. These tall, slender monuments often have inscriptions detailing the deceased's name, birth and death dates, and sometimes a brief epitaph. Obelisks represent strength and durability. They are inspired by ancient Egyptian architecture, indicating the influence of global art and culture on local practices.

7. Sculptures:

7.1 Angels and Cherubs: Angel and cherub sculptures are frequently found in the cemetery, symbolizing guardianship and the divine. These figures are often depicted with wings, holding symbols such as trumpets or wreaths. The detailed rendering of these sculptures demonstrates the high level of artistry and the religious iconography prevalent in Christian burials. They serve as comforting symbols for the grieving, representing protection and hope.

7.2 Canopied Tombstones: Some graves have canopied tombstones, which feature a roof-like structure supported by pillars over the grave. These canopies often include decorative elements such as arches and columns. Canopied tombstones are significant for their architectural complexity and beauty. They provide a sense of shelter and reverence, highlighting the importance of the individual buried there.

8. Monuments:

8.1 Family Mausoleums: The cemetery contains a few family mausoleums, which are larger, more elaborate structures designed to house the remains of multiple family members. These mausoleums often have decorative facades, stained glass windows, and wrought iron gates.Family mausoleums reflect the social status and wealth of the families. The architectural details and materials used in these structures showcase the artistic and architectural trends of the time.

8.2 Cenotaphs and Memorial Plaques: Cenotaphs and memorial plaques are erected in honor of individuals who may not be buried in the cemetery. These monuments often feature inscriptions and symbolic designs such as laurel wreaths or torches. These memorials provide historical insights into significant events or individuals associated with Dhaka's Christian community. They honor the contributions and sacrifices of those remembered.

9. Artistic and Historical Value:

9.1 Craftsmanship: The detailed engravings, sculptures, and architectural elements found in the Wari Christian Cemetery reflect

the high level of craftsmanship and artistic talent of the period. The variety of designs and symbols used in the tombstones and monuments illustrate the fusion of local and Western artistic traditions.

9.2 Cultural Significance: The cemetery's tombstones and monuments serve as a cultural record of the Christian community in Dhaka, documenting the religious practices, artistic preferences, and social hierarchies of the time. They provide valuable insights into the lives and beliefs of the people buried there.

9.3 Historical Documentation: Inscriptions on tombstones and memorial plaques offer important historical information, such as names, dates, and familial relationships. They help trace the genealogy of the Christian community and their contributions to the social, educational, and religious landscape of Dhaka.

9.4 Symbolism: The use of religious symbols, floral motifs, and architectural styles in the cemetery's monuments reflects the symbolic language of the time. These symbols convey messages of faith, hope, and remembrance, adding a deeper layer of meaning to the artistic elements.

The unique tombstones, sculptures, and monuments of the Wari Christian Cemetery are not only important for their artistic value but also for their historical significance. They provide a tangible connection to the past, preserving the memory of the Christian community's presence and contributions to Dhaka's rich cultural heritage

10. Current State of Preservation: Faces preservation challenges due to environmental factors and urban development pressures, with many older graves in disrepair.

Conclusion

Wari or Narinda Christian Cemetery stands as a testament to the enduring legacy of Bengal's Christian community, reflecting their history, struggles, and faith across centuries. As a mirror of ages, it preserves the stories of those who shaped the region's cultural and spiritual landscape, ensuring their memories endure for generations to come.

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট
৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি কোর্স
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের কেন্দ্র যোগাযোগের ঠিকানা

টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল
টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস খুলনা অঞ্চল
টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল
টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল
টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল
টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল
টেকনিক্যাল অফিসার, কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/১৮৯/২৪

নারিন্দা-ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আর্চবিশপ বিজয় যখন আমাকে রমনা সেন্ট মেরীস্ কাথিড্রালের পালক পুরোহিত হিসাবে নিয়োগ দেন তখন থেকেই নারিন্দায় অবস্থিত ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানটির বিষয়ে আমার আগ্রহ কম ছিল না। এবং রমনায় আসার পরপরই সরজমিনে আমি কবরস্থানটি পরিদর্শন করি। আমার আগে যারাই দায়িত্বে ছিলেন তারা সকলেই কবরস্থানটির যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেছেন। বর্তমানে আমরা যারা কবরস্থান বোর্ডে আছি পূর্বের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। কারণ কবরস্থানটি ঢাকা মহানগরের এক বড় সম্পদ ও খনি। কোনভাবেই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অবহেলা করা যাবে না। এটা ঢাকা এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ খ্রিস্টান কবরস্থান। এখানে অনেক অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবর আছে। ওয়ারী বলদা গার্ডেনের উল্টো দিকে এই কবরস্থানটির শান্ত পরিবেশ সবাইকেই অবশ্যই মুগ্ধ করে।

আগেই যেমনটি বলেছি ওয়ারী খ্রিষ্টান কবরস্থানটিকে মনে করা হয় বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় কবরস্থান। কবরস্থানটি যেহেতু পুরান ঢাকার ওয়ারীতে অবস্থিত সেকারণে ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে। ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানটি একটি প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র। ঠিক কত সালে এটি সমাধিক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে তথ্যের কিছু ঘাটতি রয়েছে। কবরগুলি অনেক দিনের পুরানো। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবহেলার কারণে কবরগুলোর ভগ্ন দশা। সংরক্ষণের অভাবে নাম ফলকে যে তথ্যগুলো ছিল তা আজ আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কবরস্থানের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় কবরস্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখায় দায়িত্বের কিছু উদাসীনতা রয়েছে। কবরগুলো যেন কোন এক ধ্বংস স্তুপ। অথচ এখানে রয়েছে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবর। যদি কবরস্থানটির সঠিক পরিচর্যা না হয়, কর্তৃপক্ষের সুনজরে না আসে তাবে এই ঐতিহ্যবাহী কবরস্থানটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে কবরস্থানে গেলে মনে হবে এক ভুতুরে অবস্থা এখানে বিরাজ করছে। রাস্তাগুলোর যে অবস্থা– বয়স্ক লোকদের চলাচল খুবই অসম্ভব এবং যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আশে পাশের বিল্ডিংগুলো থেকে যেভাবে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়, গাছের শুকনো পাতাগুলো পড়ে থাকে এবং আগাছা দিয়ে সব জায়গায় ভরে আছে দেখে মনে হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার, দায়িত্বশীলতার ও সংরক্ষণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

মুঘলদের উদার-নীতির বদৌলতে বণিকগণ ইউরোপীয় দেশ থেকে এদেশে ব্যবসা-

বাণিজ্য করতে আসেন। পর্তুগীজ বণিকগণ এদিক থেকে ছিলেন অগ্রগণ্য। তাদের সাথে ও প্রয়োজনে মিশনারীগণও আসেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ আগস্টিনিয়ানগণ ঢাকায় খিস্টধর্ম নিয়ে আসেন। মুঘল আমলে নারিন্দায় কাথলিক খ্রিস্টানদের আগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের ফাদারদের একটি গির্জা ছিল। আগস্টিনিয়ান ফাদারগণ ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে এই গির্জাটি নির্মাণ করেন। গির্জাটির নামকরণ করা হয় "স্বর্গোন্নীতা গির্জা"। এ সময় কাথলিকদের বসবাস ছিল নারিন্দা ও ফুলবাড়িয়া এলাকায়। সেই গির্জায় উপাসনা করতেন কাথলিক ও আর্মেনিয়ান সৈন্যরা ও ইংলিশ খ্রিস্টভক্তগণ। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে গির্জাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে কাথলিকদের স্বল্পতার কারণে এটা আর পুনঃনির্মিত হয়নি। অযত্ন ও অবহেলার কারণে ১৭১৩-১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে এ গির্জাটির বিলুপ্তি ঘটে। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এ গির্জার পালক ফাদার বার্ণডো উগ্রপন্থীদের হাতে প্রহৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে প্রথম যে কবরটি পাওয়া যায় তা ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দের। তাতেই বুঝা যায় কত পুরানো এই কবরস্থানটি। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কবর এখানে আছে, যেমন– ইংরেজ, ডাচ বা ওলন্দাজ, আরমেনিয়া, চাইনিজ। তাদের কবর এখানে আছে। তাই এটাকে নিছক একটি কবরস্থান হিসাবে দেখলে চলবে না। ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানটি আমাদের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সেই সময় বা তারও আগে থেকে এই বাংলা অনেক সম্পদশালী ছিল। মুঘল আমল থেকেই ব্যবসা করার জন্য ইংরেজ বণিক, পর্তুগীজ ব্যবসায়ী এ অঞ্চলে এসেছিলেন এবং তাদের সময়ে যারা মারা গেছেন তাদের সমাধির উদ্দেশেই এই কবরস্থান। সেই সময় থেকেই আমাদের এখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সহ সকল ধর্মের লোকদের মধ্যে একটি ভাল সহ-অবস্থান গড়ে ওঠে। আমাদের এই সভ্যতা নিয়ে অবশ্যই অহংকার করতে পারি এবং আমরা অবশ্যই চাই যে আমাদের এই সভ্যতাকে, কৃষ্টিকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে। কারণ আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের কৃষ্টি হাজার বছরের।

মনে করা হয় মোঘল যুগের আগে ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানের পত্তন হয়েছিল। ধারণা করা হয় ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই সমাধিক্ষেত্রের সূচনা। সেই সময় থেকেই প্রথম খ্রিস্টানদের এখানে সমাহিত করা শুরু হয়। তবে ঠিক কখন থেকে এখানে খ্রিস্টানদের কবর দেওয়া হচ্ছে তার সঠিক কোন সময়ের তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় ১৭০০ শতকে জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। কবরস্থানটি মূলত ইউরোপীয়ান বণিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যই নির্দিষ্ট ও তৈরী করা হয়েছিল।

এখানে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন সমাধি ফলকটি ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দের। ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে যে কবরগুলো আছে সেই কবরগুলোর মধ্যে মূল আকর্ষণ কলম্ব সাহেবের কবরটা। অন্যান্য সমাধি সৌধ সমূহের মধ্যে সবচাইতে নজরকাড়া, জাঁকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ ও চমৎকার হলো 'কলম্ব সাহেবের' সমাধিসৌধ। সৌধের মধ্যে তিনি সহ তার পরিবারের সদস্যদের একাধিক সমাধি রয়েছে। নিরব প্রহরীর মত সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। কবরটির

সৌন্দর্য্যের জায়গায় গাছপালা, জংলী লতা পাতা দখল করে নিয়েছে। গাছ-পালার আক্রমণে কবরটি ক্ষয় বা ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থা।

কলম্ব সাহেব নামটি কলকাতা শহরের বিশপ হেবার প্রথম জানতে পারেন। কলকাতার এংলিকান চার্চের বিশপ হেবার রেজিনাল্ড ও তাঁর স্ত্রী এ্যামেলিয়া হেবার ১৮৮৪ খিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন। পবিত্র জল ছিটিয়ে এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করে ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানটা আশীর্বাদ করেন। তিনি কবরস্থানটা দেখে খুবই বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। কলম্ব নামটি দেখে ইংরেজ নন বরং পর্তুগীজ হবার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করেছিলেন হেবার। কলম্ব সাহেবের কবরটি একটি নান্দনিক স্থাপত্যের স্বাক্ষর। কলম্ব সাহেব কোম্পানির নকর ছিলেন। কলম্ব সাহেবের কবরটা অষ্টভুজাকৃতির গম্বুজওয়ালা কবর।

কলম্ব সাহেবের কবরের আশ-পাশের কবরগুলোর প্রতিও বিশপ হেবারের চোখ যায় এবং তিনি আগ্রহশীল ছিলেন। কারণ সেখানে আরো কিছু কৌতুহল-উদ্দীপক পুরাতন কবর আছে। সেই সময় কবরস্থানে দায়িত্বরত বুড়ো দারোয়ানের কাছ থেকে কবরস্থানটি সম্পর্কে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কবরস্থান ঘুরে দেখার সময় সবচেয়ে পুরানো একটি কবরের দিকে তার চোখ যায়। কবরটির শিলা লিপিতে দেখা যায় কবরটি রেভারেণ্ড যোসেফ প্যাজেটের কবর। হেবার তাকে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চ্যাপলেইন' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কলকাতা থেকে আগত একজন ধর্মযাজক বা বিশপ ছিলেন। তার স্ত্রীর কবরও এখানে আছে। বিশপ প্যাজেটের জন্ম ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে ইংল্যান্ডের থার্লেস্টনে লাইসেস্টারসায়ারে এবং মৃত্যু ২৬ মার্চ ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

হেবারের চল্লিশ বছর আগে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মান চিত্রশিল্পী যোহান যোসেফ যোফ্যানি কলকাতা ও ঢাকায় এসেছিলেন। তার একটি তেল রঙ্গে আঁকা ছবি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। সেই ছবিটির নাম হচ্ছে–'নাগাপন ঘাট'। এই তেল রঙ্গে আঁকা ছবিটি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে করা হয়েছিল এবং বিচিত্র কর্ম দেখা যায়। ছোট একটি নদীর পাড়ে দুর্গের মত একটি স্থাপনা। তেল চিত্রে দেখা যায় চন্দ্রালোকিত রাতে কলম্বো সাহেবের সমাধি উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তা ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে যোফ্যানি ঢাকাতে এসেছিলেন এবং তখনই ছবিটি আঁকেন।

এখানে আছে চার্লস ক্রেগের পূর্ব পুরুষ ক্যাপ্টেন টমাস ফেইকের কবর। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। পলাশীর যুদ্ধের বার বছর পর তিনি ঢাকায় আসেন। তার কবরটি এই ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে রয়েছে। এভাবেই এখানে চাইনিজ খ্রিস্টান, আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান এবং বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টান লোকদের কবরগুলোর সন্মিলন ঘটেছে। তারা আমাদের দেশে বিভিন্ন কাজে এসেছিলেন। পরে যখন তারা মৃত্যুবরণ করেন তাদেরকে এখানেই সমাহিত করা হয়। যে কারণে কবরগুলো একেকটা একেক রকম স্টাইল। কিছু কবর আছে অনেক বড় সৌধ করা, কিছু কবর আছে পাথরে খোদাই করে লেখা। তাদের আত্মীয়স্বজন বা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা এই কবরের সৌধগুলো একেক রকম ভাবে তৈরী করেছেন। যে কারণে তার ভাস্কর্য, তার তৈরীর স্ট্রাকচার সব ভিন্ন ভিন্ন। তারা বিভিন্ন দেশের হওয়ার কারণে স্থাপত্য রীতিতে বিভিন্নতা দেখা যায়। একটি কবরের সাথে আরেকটি কবরের সামঞ্জস্য কম।

ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানের নথিপত্র ঘাটাঘাটি করে একটি খুবই চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেল। মানুষের আকাশে উড়ার প্রবণতা সেই আদিকাল থেকেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন এরোপ্লেন আবিষ্কার হয় সেই সময় ইউরোপ থেকে একজন লেডী ঢাকায় এসেছিলেন যিনি বেলুনের মাধ্যমে আকাশে উড়তে পারতেন। আমাদের বর্তমান যে রমনা পার্ক আছে সেই সময় এখানে জঙ্গল ছিল। ইউরোপ থেকে আগত এই লেডী বেলুনের মাধ্যমে আকাশে উড়তে গিয়ে রমনা পার্কে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মারা যান। পরে সেই লেডীকে ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে লালবাগ কেল্লার লড়াই-এ নিহত দু'জন বৃটিশ সেনা সহ অনেকের কবরই এখানে আছে। যাতে ফুটে উঠেছে শত শত বছরের ইতিহাস। উঁচু প্রাচীরে ঘিরে অগণিত বৃক্ষরাজির ছায়ায় এখোনে আরো সমাহিত হয়েছেন– ডেভিড প্যাটারসন- ঢাকার জাজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট, ২৭ রেজিমেন্ট নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ক্যাপ্টেন- সি স্কট, ঢাকার সিভিল সার্জন- এ সিম্পসন, ল্যান্ড রেভেনিউ কালেক্টর- ডাব্লিউ ল্যান্স, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান- জেমস রেনেলের তিন বছরের কন্যা জেন রেনেল, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সুরকার সমর দাস, বিশপ দ্বিজেন্দ্র মন্ডল সহ অসংখ্য মানুষ। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি সাইনবোর্ডে এই কবরস্থানকে সংরক্ষিত সম্পদ বলে উল্লেখ করা আছে।

ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানে কতগুলো সমাধি ছিল, কতগুলো শিলালিপি ছিল সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। বিভিন্ন গির্জার খাতায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তিদের নাম, মৃত্যু ও সমাধি দানের তারিখ লেখা আছে। তবে মৃতের সমাধিতে শিলালিপি ছিল কিনা এ সম্পর্কিত কোন তথ্য গির্জার খাতায় লেখা নেই। ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানের ব্যাপক সংখ্যক শিলালিপি কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিখোঁজ হওয়া শিলালিপিগুলো হলো– নিকোলাস (১৭৫৫), টমাস ফেইক (১৭৫০), মিসেস এলি.. (১৭৪২), মিসেস ডে কার্লিয়ার (১৮৩৬), মি. জেমস মিলস (১৭৭৩), মি. জেমস হান্টার (১৮৫), রবার্ট লিন্ডসে (১৭৭৮), ফ্রান্সিস অ্যানি মিডলটন (১৭৮৪), এলিজাবেথ কার্লটন (১৭৯৭), রবার্ট একমটি (১৭৯৭), চার্লস টেইলর (১৭৯৭), জর্জ মিডলটন (১৭৮৯), হেনরী হল্যান্ড (১৮০০), ক্রিস্টোফার রবার্টস (১৮০১), জন ডেভিড পিটারসন (১৮০৯), কর্নেল ডব্লিউএম বারটন (১৮১৭), লে. কর্নেল ডব্লিউ এইচ কুপার (১৮২২) ও মিসেস আন্তনিয়া ফ্যালকোনার (১৮২১) এর সমাধির শিলালিপিগুলি।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানটি এংলিকান চার্চের অধীনে ছিল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এংলিকান চার্চ কবরস্থানটির দায়িত্ব ঢাকার আর্চবিশপের কাছে হস্তান্তর করে। আর্চবিশপ আবার কবরস্থানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রমনা সেন্ট মেরীস কাথিড্রালের পাল পুরোহিতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। কবরস্থানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি কবরস্থান বোর্ড আছে। যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য একটি গঠনতন্ত্রও আছে। গঠনতন্ত্র অনুয়ায়ী ঢাকার আর্চবিশপ হলেন এই বোর্ডের সভাপতি, সেন্ট মেরীস কাথিড্রালের পাল পুরোহিত সহ-সভাপতি এবং সহকারী পাল পুরোহিত সেক্রেটারী। মূলত সেন্ট মেরীস কাথিড্রালের পাল পুরোহিতই তার বোর্ড নিয়ে কবারস্থানটি দেখাশুনা করেন। বর্তমানে ৩৫টি চার্চ এ বোর্ডের সদস্য। এই ৩৫টি চার্চভুক্ত কেউ মারা গেলে এখানে সমাহিত করা হয়।

পরিশেষে বলতে চাই, ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থানটি রক্ষার্থে সামর্থ্যবান সকল মানুষদেরই এগিয়ে আসা উচিৎ। সবাই এগিয়ে আসলে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে আমরা এই মূল্যবান হেরিটেজটা উপস্থাপন করতে পারব।

তথ্য সূত্রঃ

(১) "ঢাকার নিখোঁজ শিলালিপি", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ১২-১৪, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

(২) অন লাইনভিত্তিক লেখা থেকে সংগ্রহ।

LAMB - Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There are vacancies for the following regular position based at LAMB head office, Parbatipur, Dinajpur.

Position: Head of Security **Post: 1(Male/ Female)**

Job Summary: The Head of Security is responsible for the overall security of the LAMB campus and Basundhara campus. Supervises general and hospital security guards and CCTV surveillance work. Responsible for developing effective security system and ensuring safety and security of the persons, materials and machines of LAMB, including control of Mob violence. Maintains effective security management system by following and keeping proper documents with policy and procedure. Identifies security risks and contribute to plans to mitigate them. Keeps liaison with different LAMB departments, police, local elites and reports to supervisor/management. Monitor & manage movement of employees during entry and exit along with visitor movement management, within the restrictions set by management. During emergencies, might be required to work beyond normal working hours.

Essential Requirements: HSC pass from any field, BA pass will be given preference. At least 5 years of professional experience in a similar role. Ex-defence service holder will be given preference. Good physical health is essential. Thorough knowledge on security services. Computer knowledge and technical skill, supervisory skill and training capacity required.

Salary: Around Tk. 30,000 per month gross but higher salary can be considered for experienced candidates. Other benefits include medical care at LAMB, provident fund and festival allowance once per year.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Position: Maintenance In-charge/Officer **Post: 1(Male/ Female)**

Job Summary: The Maintenance In-charge/head of maintenance oversees the day-to-day operations of the maintenance department through organizing and managing the schedules and work of maintenance technicians, while advising and assisting in the repairs of electrical, plumbing, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC), carpentry, painting, and other building systems. Give technical advice to management proactively and when asked. During emergencies, might be required to work beyond normal working hours.

Essential Requirements: The candidate should have Diploma in Civil/ Electrical/ Mechanical Engineering from a Regular College. Extensive knowledge of building systems such plumbing, electrical, and HVAC is required. Excellent management and supervisory skills and five years hands on technical experience in building/facility maintenance and maintenance management and excellent analytical and problem-solving skills are required. Ability to identify issues and determine repairs that are needed. Ability to plan preventive maintenance schedules for building systems. Must be able to physically lift 12 KG. Proficient with Microsoft Office Suite or similar software. At least moderate English speaking/ reading/ writing ability.

Age: Below 55 years

Salary: Around Tk. 30,000 per month gross but higher salary can be considered for experienced candidates. Other benefits include medical care at LAMB, provident fund, and festival allowance once per year.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Qualified Candidates are requested to apply with a cover letter along with updated CV (mentioning two references name) and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 30 September 2024.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified. LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: www.lambproject.org

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/১৯০/২৪

Narinda-Wari Christian Cemetery A Silient Witness to DHAKA's HISTORY

Dipan Nandy

With falling leaves, worn-out epitaphs and grave stones and rustle of breeze whispering tales from four centuries ago Dhaka Christian Cemetery, known to the city dwellers as Narinda or Wari cemetery, has been the resting place of many known or unsung heroes for decades.

Established away from the chaos of Old Town, this graveyard bears witness to the rule of the Mughals and the British, the partition of 1947, the struggle for independence in 1971, and finally, Bangladesh's victory over Pakistan and its emergence as an independent nation.

Narrating tales of history and heritage through generations, more than one lakh people are currently resting on the green pastures of this cemetery, stretching across 6.5 acres of land.

Every year, around 50 others join the meadows to seek eternal peace, only to be remembered on special occasions and missed on lonely, gloomy sights, shared the cemetery's caretaker Shoumik Soren.

PEEKING INTO HISTORY, HERITAGE

At the entrance, a rugged board greets visitors. It says the cemetery was established in 1600.

Meanwhile, another board, still standing tall at a little distance, claims that the place was built in the 16th century.

The claims were validated by historian Muntassir Mamoon in his book "Dhaka:Smriti Bismritir Nagari".

According to Fr. Anol Terence D'Costa, Dhaka attained its status as the capital of East Bengal in 1608.

Aiming to install the essence of Christuanity among locals, Augustinian priests first stepped into this land in 1612 and established a church in 1628 for the newly converted devotees in Laxmibazar's Narinda.

This was the fifth church in Bengal and the first of its kind in the metropolis.

However, the exact date of its establishment remains hidden in the lost pages of history.

The cemetery is currently run by Dhaka Christian Cemetery Board.

"Several epitaphs here date back to the 1600s. Though we do not know the exact time frame of the cemetery's establishment, undoubtedly, it's the oldest one in the capital", said Fr. Albert Rozario, parish priest of St. Mary's Cathedral and vice-chairman of the board.

ACCOUNT OF ABANDONMENT

Historian believe the cemetery was originally built as a church graveyard, designated to bury Christians.

"Adjacent to the burial ground, an Anglican Church used to stand tall, known to people as Swarganwita Rani Girrja (Church of the Queen of the Heaven). However, the Church is now defunct," shared Rozario.

According to his book "Bangladeshe Chiirstodorma o Christomondolir Etikotha". The Church was originally built in 1628 for Catholics, Armenian Soldiers and English Christians living in Narinda and Phulbaria areas.

However, it later fell prey to natural calamities, and a lack of maintenance added to its decay.

According to the book, the annual report dated 1682 said Dhaka was home to 2000 Christians, of whom 700 lived in Tejgaon. The population started to decline after the capital of Bengal was shifted to Murshidabad in 1703 and many relocated. The church got abolished sometime between 1713 and 1789.

RELICS THAT REMAIN

Bishop Reginald Heber (1783-1826), an Oxford Anglican clergyman from England, visited the cemetery's consecration ceremony in 1824 during his 18-day stopover in Dhaka between July 4-22.

An account of the visit remains in the verses of his book titled, "Narrative of a journey through the upper provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825".

"I consecrated the burial-ground; a wild and dismal place, surrounded by a high wall, with an old Moorish gateway, at the distance of about a mile front the now inhabited part of the city, but surrounded with a wilderness of ruins and jungle," reads a paragraph from the book.

A man of letters and hymns, the bishop also mentioned the tombs of Columbo Sahib, whose identity still remains a mystery, and Joseph Paget.

He also wrote of Wanxi Koya, a Chinese Christian who died on September 4, 1796, and was buried at the graveyard. According to historical accounts, his compatriot, Suhrid Wana Chou built his tomb.

Columbo Sahib's tomb, an architectural delight, not only remains as one of the most

striking aspects of the cemetery in the verses of the bishop's book, but is also treasured in "Nagaphon Ghat", the oldest oil painting of Dhaka crafted by European artist Johann Zoffany in 1787.

Radiating the essence of Mughal architecture, the square shaped tomb was designed embracing the structures of mausoleums, guided by four arched doors, one on each side.

Its two storied dome, supported by octagonal pillars with the carvings of celestial angels, has several wall inscriptions all vague and rugged after combating the weather over the centuries.

While the pillars are still standing tall amid the overgrown bushes, the original structure of this tomb has deteriorated due to weathering.

Despite being the centre of attraction, the tomb fails to acquaint its visitors with Columbo Sahib as no one actually knows about his whereabouts.

"As far as I know, his original name is William Kerkman," mentioned Soren.

Heber, in this travelogue, also speaks about Sahib. One of the paragraphs from his books reads, The old Durwan of the burial ground said, it was the tomb of a certain "Columbo Sahib, Company ka nuokur, Columbo, servant to the Companay; who he may have been I know not; his name does not sound like an Englishman's, nor is there any inscription."

Nevertheless, the tomb must have been built before Zoffany painted the piece in 1787, which means he must have died before that, mentioned Waqar A Khan, founder of Bangladesh Forum for Heritage Studies.

"There is such a large tomb in his name in the cemetery, but there is no mention of him anywhere. The fact that the tomb actually belongs to someone by this name also remains unverified," he said.

While no information has surfaced in this regard so far, the tomb was listed as a heritage site by the archeology department, added Fr. Albert.

LEGENDS LAID TO REST

Taking a walk along the bushy walkways with Soren, this correspondent encountered an epitaph that dates back to March 26, 1724.

"The grave belongs to Joseph Paget, reverend minister of Kolkata. This is the oldest epitaph of the cemetery. The Directorate of Archeology has declared this grave as a protected heritage," said Soren.

In the middle of the cemetery lies a mass grave.

"Over a hundred martyrs of World War II were buried in this grave," mentioned Soren.

Nicholas Pogoz, founder of Pogoz School, was also laid to rest on these grounds.

Pogoz served as the headteacher of his school, the first private school in Dhaka, till 1855. He was also among the nine commissioners of Dacca Municipality during 1874-75 and a partner of Dacca Bank.

After walking for a while, this correspondent came across another tomb with a missing epitaph.

The grave belongs to Jeanette Van Tassel, the first to perform a manned ballon flight in Bangladesh on March 16, 1892.

Invited by Nawab of Dhaka Khwaja Ahsananullah, Jeanette started her flight from the southern bank of the Buriganga, only to meet a tragic demise.

A deadly accident left Jeanette injured when she fell on the ground after lying over Ahsan Manzil for a while. She died at a hospital a few days later and was buried at this cemetery.

The cemetery is also the final resting place of two soldiers who lost their lives in the Sepoy Mutiny.

Of the two, the grave of Soldier Henry Smith, who died on November 22, 1857, days after the first war of independence broke out , remains recognizable.

Displaying a stone statue of Mary, Jesus' mother, the tomb of Elizabeth, wife of Greek merchant Mercer David, also lies among stillness.

ONLY MASS OF THE YEAR

Adorning the hues of red, pink, yellow, and purple amid twinkling candles, this silent and decaying graveyard dresses in a new attire on the eve of November 2 every year.

Since abolishment of the church, mass is held here only once every year on the occasion of All Souls Day, informed Sumon Francis Gomes, a local who often served as an altar boy at funerals at the cemetery.

"My two-year old sister Scholastica lies buried here. So, we visit the cemetery at least once every year on the mass day to pray for her," said Sumon, who lost his sister to Diphtheria year age.

It is one of the days that not only Christians but many in the city look forward to.

"The holy ambience, with the priest sprinkling holy water on the graves, the sweet smell of agarwood, the hymns, flower petals, and the blinking candle lights, not just calms the mind but is also a treat to the eyes," added Sumon.

RENOVATING THE CEMETERY

The Christian Cemetery Board is planning to renovate the cemetery, said Fr. Albert.

A survey in this regard has already been done, and an appeal has been made to the government for funds.

The authorities plan to start the renovation work very soon.

(Courtesy: The Daily Star.)

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল - ২০২৪
আশা করি এবং সৃষ্টির সাথে একত্রে কাজ করি

ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

বিশ্বব্যাপী আন্তঃমাণ্ডলিক উদ্যোগে 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর তারিখে, অর্থাৎ আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের জন্মদিন পর্যন্ত পালিত হচ্ছে। সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল হলো- সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা এবং ধরিত্রীর আর্তনাদে একত্রে সাড়া দেওয়া। এই বছর আমরা "আশা করি এবং সৃষ্টির সাথে একত্রে কাজ করি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হবো এবং রোমীয় ৮:১৯-২৫ পদের আলোকে 'আশার প্রথম ফসল' প্রতীকটি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

পবিত্র বাইবেলে রোমীয়দের নিকট প্রেরিতশিষ্য সাধু পলের পত্রে, ধরিত্রীকে একজন মা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, প্রকৃতি আজ আর্তনাদপূর্ণ বিলাপ করছে, সৃষ্টি "প্রসব-বেদনায় গুমরে মরছে" (রোমীয় ৮:২২)। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস তার সৃষ্টির বন্দনাগীতিতে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি ক'রে ধরিত্রীকে আমাদের 'বোন' এবং আমাদের 'মা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- 'প্রভু আমার, তোমার প্রশংসা হোক ভগ্নি পৃথিবীর জন্য, সে আমাদের জননী, সে ক'রে আমাদের ধারণ ও ভরণপোষণ" (১২২৪ খ্রিস্টবর্ষ)। যে ধরিত্রী আমাদেরকে লালন-পালন করছে, যে অঞ্চলে আমি বেড়ে উঠেছি, যে গ্রামে আমার শৈশব কেটেছে, যে বসতবাটিতে আমি জন্মেছি- সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ কত অপব্যবহার ও কত দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত। ধরিত্রীকে আমাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার উপহার হিসেবে বিবেচনা না করে, বরং একটি ভোগ্যপণ্য বা সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করছি। ধরিত্রীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করছি, আর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। তাই ধরিত্রী প্রসব-বেদনায় কাতড়াচ্ছে, সজোরে আর্তনাদ করছে। এ প্রসব-বেদনা জন্মের পূর্বলক্ষণ, এ আর্তনাদ 'নবসৃষ্টির' ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাইবেলের প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টীয় আশা কৃত্রিম নয়, এটি সক্রিয়। আশা করা মানে স্থির থাকা ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়, বরং আর্তনাদে ব্যাকুল হওয়া এবং সংগ্রামের মধ্যে নবজীবনের জন্য সক্রিয় থাকা। আমাদের আশা ঈশ্বর বিশ্বাসে প্রোথিত, প্রতিশ্রুত এবং চারিদিকে ক্রিয়াশীল। তাই 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং প্রত্যাশা করতে শেখায়। ঠিক যেমন প্রসব-সময়ে তীব্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে একটি নতুন জীবনের উদ্ভব হয়। তেমনি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ও মহৎ উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকায় নবসৃষ্টি দান করবে। 'লাউদাতো সি' পত্রটির ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশের আলোকে আশা ও একত্রে কাজ করার কিছু উপলব্ধি ও কিছু সুপারিশ আলোচনা করা হলো, তবে পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের মতো করেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

১) জগতের আর্তনাদে সাড়াদান

জীবাশ্ম জ্বালানী ও নবায়নযোগ্য শক্তি অপচয়রোধ: জীবাশ্ম জ্বালানী হলো কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল অন্যদিকে নবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে রয়েছে সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, জলবিদ্যুৎ, ভূ-তাপীয় শক্তি এবং জৈব জ্বালানী। নিজের সৌখিন মনোবাসনাকে চ্যালেঞ্জ করে চাহিদা নয়, বরং প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির অপচয় রোধ করতে পারি। একটু ভেবে দেখি, রাতে চাঁদ ও তারার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে কতবার বা কতক্ষণের জন্য ঘরের বাতিগুলো বন্ধ করে থাকতে পারি? এসি বন্ধ করে জানালা খুলে প্রাকৃতিক বাতাস ও আলো উপভোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিছুক্ষণ বন্ধ করে সরাসরি সামাজিক সম্পর্ক থাকা এবং এরূপ বহুবিধ ছোট ছোট বাস্তবসম্মত চ্যালেঞ্জসমূহ নিজেকে করতে পারি এবং এতে করে উপরোক্ত শক্তিসমূহের সুরক্ষা প্রদান করা যায়।

সবুজ জীবনধারা গ্রহণ: আগামী প্রজন্মকে সুন্দর ও সবুজ পরিবেশ উপহার দিতে নিজের দৈনন্দিন জীবনে কিছু অভ্যাস অনুশীলন অব্যাহত রাখা যায়। যেমন- নিজ বসতবাটি, স্কুল-কলেজ,অফিস, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধর্মপল্লী, ক্লাব ও সমিতি, ক্রেডিট ইউনিয়নের উপভোগ্য আঙ্গিনাটি বাগানে পরিণত করা এবং অনলাইন বা সরাসরি কর্মশালার মাধ্যমে পুনরুৎপাদনশীল কৃষি অর্থাৎ পরিবেশগত স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সুফল ও সামাজিক সমতা অনুশীলন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়।

২) দরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান

সমাজকে ক্ষমতায়ন করতে অঙ্গীকার: সামাজিক অসমতা ও বৈষম্যের মূল কারণসমূহ মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ সমর্থন করা যায়। নিজের সময়, মেধা ও দক্ষতা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ ও টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ করা ও পিছিয়ে থাকা সমাজের জনগণকে ক্ষমতায়ন করা যায়।

অব্যবহৃত সম্পদে সমাজ পুনরুজ্জীবিত: নিজের, স্কুলের, ধর্মপল্লীর, ক্রেডিট ইউনিয়নের, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের, কনভেন্টের ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত ভূমি বা জমি অথবা অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করা যায় এবং সমাজে পিছিয়ে থাকা ভাইবোনদের জন্য ব্যবহার করা যায়। নিজের উপার্জিত অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় হিসেবে ক্রেডিট ইউনিয়নে জমা করতে পারি, অর্থাভাবে থাকা লোকজন ঋণ হিসেবে নিয়ে অর্থোপার্জনের খাত সৃষ্টি করতে পারে। সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, উপার্জন করা এবং ঋণ ফেরত প্রদানটাও সিনোডভিত্তিক মণ্ডলী গড়ার একটি পন্থা।

৩) টেকসই জীবন-যাপন বেছে নেয়া

উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ: খাদ্য তালিকায় মাংসের পরিমাণ কমানোর উপকারিতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা করে মাংস গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। খাদ্য তালিকায় শাক-সব্জির তৈরি খাবার বৃদ্ধি করা যায়। নিজের সুস্থ স্বাস্থ্যের বিষয়টি ধারণায় নিয়ে নিয়মিত নিরামিষ দিন উদ্‌যাপন করা যায়।

এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকপণ্য বর্জন: প্লাস্টিক ও স্টাইরোফোম যা কফিকাপ, খাদ্য প্যাকিং তৈরিতে ব্যবহৃত হয়- তা ব্যবহার হ্রাস করাটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যত্রতত্র প্লাস্টিক, বোতলজাত পানি ও টিস্যু ব্যবহার হ্রাস করা যায় কারণ এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস পাবে। এসবের বিপরিতে স্থানীয়ভাবে বিকল্প উপায় উদ্ভাবন করা যায় যা স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪) পবিবেশগত শিক্ষা বিস্তার

যুব-নেতৃত্ব: বাস্তুসংস্থান পুনর্নবীকরণে নেতৃত্ব দিতে তরুণ ও যুবকদের উৎসাহিত করা যায়। 'লাউদাতো সি মুভমেন্ট বাংলাদেশ'-

এর মাধ্যমে অংশীজনদের উদ্যোগকে সমর্থন করা, পুরস্কৃত করা ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টার প্রভূত মূল্য দেওয়া যায়।

শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে বাস্তুশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজিক প্রশিক্ষণ কাঠামোতে মানবাধিকার, জলবায়ু, ন্যায্যতা ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক দায়দায়িত্ব প্রতিপালন নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন ও 'লাউদাতো সি' পত্রটি বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুত্ব দিয়েছে, আমাদের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

৫) পরিবেশগত অর্থনীতি বিস্তার

স্থানীয় পণ্যসামগ্রী সমর্থন: স্থানীয় উৎপাদক ও ছোট ছোট কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া যায়। আঞ্চলিক অর্থনীতি ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব হ্রাস করতে ছোট ছোটি বিক্রেতাদের সাথে সরাসরি বেচাকেনার সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়।

টেকসই উপায় বাছাই: পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও টেকসই উৎস থেকে প্রাপ্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্য বেছে নেওয়া যায়। এটি বর্জ্য নিষ্কাশন, কার্বন নিঃসরণ, সম্ভাব্য উপকরণ, কাঁচামাল, জ্বালানি-শক্তির ব্যবহার এবং বায়ু-জল দূষণ কমাতে পারে। নিজেদের এলাকায় এমন নীতি প্রচার ও প্রতিপালনের অভ্যাস অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণে সাহায্য করতে পারেন।

৬) পবিবেশগত আধ্যাত্মিকতা

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: পরিবেশগত এবং সামাজিক উদ্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগণের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করা যায়। একে অপরের কাছ থেকে আরো নতুন নতুন পথ-পন্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায় এবং এভাবে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন: দলীয় প্রার্থনা, সহভাগিতা, বিশ্রামবার উদ্‌যাপন, নির্জনধ্যান ও বিশেষ খ্রিস্টযাগ আয়োজনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে 'লাউদাতো সি'র মূলভাবগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায় যা স্থানীয় ঐতিহ্য ও পরিবেশগত উদ্যোগ গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। এবিষয়ে যারা কাজ করছে তাদের জন্য প্রার্থনা করা এবং নিজের ত্যাগস্বীকারের কিছু অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা।

৭) সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন

প্রকৃতি-পরিবেশবিষয়ক অ্যাডভোকেসি: জলবায়ু পরিবর্তেনের প্রভাব সম্পর্কে চিত্রাঙ্কন, পত্রিকা, লেখনি, সংবাদ পত্র ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সকলকে অবহিত করা। 'ক্ষুদ্র পরিবেশবান্ধব সমাজ' গঠন ক'রে 'আমরা সবুজ, আমরা সুন্দর' থাকতে বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

গণমঙ্গল নীতিমালা তৈরি: সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় টেকসই পরিবর্তনের প্রত্যাশায় সুনির্দিষ্ট, পরিকল্পনা গ্রহণ, সমমনা অংশীজন ও বৃহত্তর সমাজের সাথে সংযুক্ত হতে হবে।

পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- তবুও, প্রতিটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও বৈশ্বিক তাপমাত্রায় দশমাংশের এক ডিগ্রি বৃদ্ধি এড়ানোটা অনেক মানুষের কিছু দুর্ভোগ কমাতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। তিনি আরো বলেছেন- সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ব্যতীত কোনো স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়, আবার ব্যক্তিগত পরিবর্তন ছাড়া কোনো স্থায়ী সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আসে না (লাউদাতো দেউম - ৭০)। আসুন, তারপরও বুঝতে চেষ্টা করি, যদিও পরিমানগত দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় আমাদের উদ্যোগসমূহ এখনই উল্লেখযোগ্য প্রভাব তৈরি করছে না তবুও সমাজের গভীরতর রূপান্তরশীল প্রক্রিয়া আনয়নে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে (লাউদাতো দেউম - ৭১)। ৯০

মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সম্মানিত খ্রিস্টভক্তগণ,
মঠবাড়ী সাধু আগস্টিনের ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা জানাই। অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমাদের গীর্জার প্রতিপালক সাধু আগস্টিনের পর্ব আগামী ৩০ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। পর্বীয় আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসাবে নভেনা শুরু হবে ২১ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার থেকে। এ পর্ব উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সাধু আগস্টিনের বিশেষ আশীর্বাদে ধন্য হতে নভেনা ও পার্বণে অংশগ্রহণ করতে আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান -১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং যে কোন উদার সহযোগিতা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠানসূচি

নভেনা : ২১ আগস্ট, বুধবার - ২৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবার।
খ্রিস্টযাগ ও নভেনা : সকাল ৬:১৫ মিনিট ও বিকাল ৪:৩০ মিনিট।
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ৩০ আগস্ট, শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৬:৩০ মিনিট
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

খ্রিস্টেতে -

পাল-পুরোহিত

ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও, সিএসসি
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
সাধু আগস্টিনের ধর্মপল্লী, মঠবাড়ী।
উলুখোলা, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১১১/২৪

পরিচিতজন থেকে প্রিয়জন ফাদার আবেল বি. রোজারিও

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সনটা ২০০৭ বা ২০০৮। আমি এক সন্ধ্যায় তৎকালীন মাউসাইদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পাগার গ্রামের একটি বাড়িতে যাই অসুস্থ একজন বৃদ্ধাকে দেখতে। পার্শ্ববর্তী ঘর থেকেও বেশ কয়েকজন প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। প্রার্থনার পরে যখন বিভিন্ন বিষয় ও ব্যক্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল তখন সদ্য কলেজে পা রাখা একজন মেয়ে জানায়, বাংলাদেশে ৩জন যাজক অনেকের কাছে পরিচিত। উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনেরা জানতে চান, তারা কারা? মেয়েটি তিন বয়সের (যুব, মধ্যবয়স্ক ও প্রবীণ) তিন জনের নাম বলে। প্রবীণ যাজকের নামটি হলো শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বালেষ্টিন রোজারিও। বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের আদি বাসস্থান পদ্মাপাড়ের মালিকান্দার সুতারপাড়ার মাতুতালয়ে ফাদার আবেল বি, রোজারিও ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নিজেকে যাজকীয় জীবনের জন্য প্রস্তুত করে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে একসাথে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন ফাদার আবেল বি, রোজারিও, ফাদার ফ্রান্সিস সীমা ও ফাদার থিওডোর মজুমদার (যিনি পরে যাজকীয় জীবন ত্যাগ করেছিলেন)।

ফাদার আবেল রোজারিও'র বাবার বাড়ি তুইতাল হলেও তার জন্ম এবং যাজকীয় জীবনের সূচনা হয় অন্য ধর্মপল্লী থেকে। জীবন শুরুর এ ঘটনাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এই ব্যক্তিটি ভবিষ্যতে সকল মানুষেরই হয়ে ওঠবে। হয়েছিলেনও তাই। যাজকীয় জীবনের প্রথমদিকের ১২টি বছর ময়মনসিংহ অঞ্চলের মান্দি ভাইবোনদের মাঝে কাজ করে তিনি তাদের কাছের মানুষে পরিণত হন। এছাড়া ছোট ছোট ছেলেদের পরিচালক হয়ে বান্দুরা সেমিনারীতে তাদের আনন্দে রাখতে ও আহ্বানের যত্ন নিতে তাঁর প্রচেষ্টা বর্তমান সময়ে যেমনি অনুকরণীয় তেমনি বর্তমান বিশপ ও যাজকগণ তা স্মরণ করে তাদের হৃদয়ে ফাদার আবেলকে বিশেষ স্থানে রেখে পথ চলছে। তেজগাঁও ও তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে মোট ২৬ বছরের পালকীয় সেবায় ফাদার আবেল রোজারিও তার জীবনের সহজ-সরলতা, দীনতা, প্রার্থনাশীলতা, পরোপরকারিতা, নম্রতা, বিশ্বস্থতা, উদারতা, দানশীলতা, দরিদ্রদের প্রতি বিশেষ যত্নদান ও ধার্মিকতা দিয়ে স্পর্শ করেছেন শত সহস্র ভক্তের অন্তর। তিনি অন্যকে যেমন সম্মান দিতেন অন্যেরাও তাঁকে সম্মান করতো। তৎকালীন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পরিচালনা করার দায়িত্ব নিতে তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত হলেও আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ফাদার আবেলের সহজ-সরলতার উপর ভরসা রাখেন। ফাদার আবেলও উনাকে নিরাশ করেননি। কেননা ফাদার আবেল রোজারিও নবীনদের কাজ করার স্বাধীনতা দিতেন, তাদের সৃজনশীলতা ও কর্মস্পৃহাকে গ্রহণ করতেন, পাশে থাকতেন এমনকি নবীন যাজকদের পরামর্শও নিতেন। তিনি পালকীয় সেবা পরিচালনা করতেন শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয় বিবেক ও হৃদয় দিয়ে। তাই যেখানেই সেবা দিয়েছেন সেখানেই মানুষের হৃদয় জয় করেছেন।

নব্বই দশকে মণ্ডলীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত শীর্ণ দেহের অধিকারী সাধারণ ফ্রেমে চশমা পরিহিত ব্যাকব্রাশ করা চুলের অধিকারী বুদ্ধিজীবী স্টাইলের চটপটে যাজকটিই ছিলেন সকলের পরিচিত ও প্রিয় ফাদার আবেল রোজারিও। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও নতুন গির্জার উদ্বোধনের পরে তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের স্টাইল অনেককে মুগ্ধ করে। খুব সহজ-সরল ভাষায়, সংক্ষিপ্তভাবে তা শেষ করেন। উপদেশ দানেও তিনি ছিলেন সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল। সঙ্গতকারণেই তাঁর উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টযাগে ভক্তের সংখ্যাও বেশি থাকতো। মানুষের কথা সব সময় শ্রবণ করলেও তিনি ছিলেন স্বল্পভাষি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলে বা অন্যের সমালোচনা করে তিনি সময় নষ্ট করতেন না। তবে নির্মল আনন্দে মেতে ওঠতে দ্বিধা করতেন না। 'আনন্দে বন্দী, দীন বন্ধু তোমার চরণে'- এ ধরণের খ্রিস্টীয় ধর্মীয় উদ্দীপক কীর্তনগুলোতে তিনি অজান্তেই সকলের সাথে শামিল হতেন। এছাড়াও ফুটবল খেলা ও রেসলিং দেখতে তিনি কতো যে পছন্দ করতেন তা যারা তার সান্নিধ্যে থেকেছেন তারা জানে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে আমি তার সাথে ডিকন হিসেবে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে থাকি। একসময় তার বেশ কিছুদিনের অনুপস্থিতিতে আমি ডিস লাইনের ব্যবস্থা করি মিশনের জন্য। এর কিছুদিন পরই পোপ ২য় জন পলের মৃত্যু হলে ও নতুন পোপের অনুষ্ঠান স্যাটেলাইট টিভিতে সম্প্রচারিত হলে আমরা তা একসাথে দেখি। কয়েকদিন পর ফাদার আবেল রোজারিও চ্যানেল প্রোভাইডারকে ডেকে আনেন এবং তাকে ও আমাকে একসাথে ধন্যবাদ দেন এ সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ডিকন হিসেবে তুমিলিয়া যাবার আগে ফাদার আবেল বি, রোজারিও আমার পরিচিত ছিলেন। জানতাম তার জনপ্রিয়তার কথা। বিশেষভাবে শিশু, রোগি ও দরিদ্রদের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগের কথা। ডিকন ও নতুন যাজক হিসেবে আমি ভাগ্যবান ছিলাম ফাদার আবেলের মতো একজন আদর্শ যাজকের সান্নিধ্য পেয়ে। তিনি কোন কিছু চাপিয়ে দিতেন না বরং নিজেই চাপ নিতেন। আমি চেষ্টা করতাম তার চাপ কমাতে। রোগি ও শিশুদের যত্নদানের দায়িত্ব নিলে তিনি খুশি হন এবং আমাকে পরামর্শ দিতেন কিভাবে তাদের সাথে আচরণ করতে হয়। আমি খুব কাছ থেকে দেখছি মানুষের দুঃখ-কষ্ট কমানোর জন্য তার নিরন্তর প্রচেষ্টা। ধনী-গরীব সকল মানুষের জন্যই তিনি ছিলেন উন্মুক্ত। তবে তাঁর অন্তরটা মনে হয় দরিদ্র ও পিছিয়েপরাদের জন্যই বেশি ব্যাকুল ছিল। যেকোন ধর্মের মানুষই সহজে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আসতে পারতো। তিনি সাধ্যমতো দান করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি অনেকবার ঠকেছেন কিন্তু দান করা থেকে বিরত থাকেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর আমাকে সহভাগিতা করার জন্য কিছু না কিছু দান করবেনই। শুধু যে আর্থিক ও বৈষয়িক বিষয় দান করেছেন তা নয়। তিনি আধ্যাত্মিক দানও উদারভাবে সহভাগিতা করতেন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে আর রোগি বাড়ি যেতে ফাদার আবেলের ক্লান্তি ছিল এমনটি কেউই বলতে পারবে না।

ক্যারিজমেটিক প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক পরামর্শ দান, অন্যের জন্য প্রার্থনা করা এবং পাপস্বীকার শ্রবণের জন্য যেকোন সময় প্রস্তুত থাকার মধ্যদিয়ে ফাদার আবেল রোজারিও 'পরহিতে জীবন উৎসর্গ' অর্থাৎ যাজকীয় জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। তাই আজ তাঁর প্রয়াণে (১৫ আগস্ট ২০২৪) উচ্চরবে বলতেই পারি, ফাদার আবেল রোজারিও, তুমি শুধু পরিচিতজনই নও, পছন্দের মানুষই নও; তুমি প্রিয়জন, তুমি আপনজন। তুমি, তোমার জীবনগুরু যিশুর পাশে থাকো আর আমাদের আশির্বাদ করো যেনো আমরা অনেকের আপনজন হয়ে ওঠতে পারি।

আপন মহিমায় উজ্জ্বল : স্মরণীয় বরণীয় ফাদার অনল

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

ফাদার অনল টেরেন্স কস্তা, সিএসসি [হলিক্রস সম্প্রদায়ের যাজক], মাত্র ৫৫ বৎসর [০৯ মার্চ, ১৯৬৯-১৬ মার্চ, ২০২৪] বয়সে পরলোকে গমন করেছেন।

তাঁর জীবনের এই স্বল্প সময়ে তিনি কাথলিক-যাজক হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পালকীয় দায়িত্ব পালন করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল প্রাণবন্ত, কর্মঠ এই মানুষটি অতি সহজেই মানুষের মাঝে মিশে গিয়েছেন। মানুষকে একান্ত আপন ক'রে নিয়েছেন। তিনি তাঁর যাজকীয় জীবনকে পুরোপুরি সমর্পণ করছিলেন ঈশ্বরের পাদমূলে। এত অল্প বয়সে কেন ঈশ্বর তাঁকে তুলে নিলেন? সত্যি ফাদার অনল টেরেন্স কস্তা একজন ক্ষণজন্মা, সফল যাজক! তিনি সাফল্যের সাথে আমাদের সকলের কাছে, নিজেকে ঈশ্বরভক্ত এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচালক হিসেবে তুলে ধরেছেন! তিনি আমাদের স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

দেশে থাকতে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়নি। আমি আমেরিকায় আসার পর, যতবার তিনি এদেশে এসেছেন ততবারই তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। একসময় ফাদারের গৌরবান্বিতা মা (মিসেস শান্তি ডি' কস্তা, তাঁর বড় দুই ভাই মিঃ বিমল ডি' কস্তা ও মিঃ শ্যামল ডি' কস্তা-তাঁর স্ত্রী সন্তান সহ) এবং আমার পরিবার একই ভাড়া বাসায় থাকার সুযোগ হয়েছে। আমরা দেখেছি, এই পরিণত বয়সেও ফাদার অনলের মা বাংলাদেশ-আমেরিকায় বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছেন। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে ভ্রমণ করেছেন তাঁর ছেলেদের সাথে। ফাদার অনল এখানে এসে তাই করেছেন। তাঁর ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেছেন বাঙালি কমিউনিটির বাড়িতে খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনাসভা নিয়ে। এমনকি বাঙালি পরলোকগতদের সমাধিস্থ করতেও ছুটে গিয়েছেন। মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের সিলভার স্প্রিং কাউন্টির সেন্ট ক্যামিলাস গির্জায় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেছেন। স্থানীয় ফাদারের দুই ভাই নতুন বাড়ী কিনে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরও তাঁদের সাথে যোগাযোগ ছিল। ফাদার অনল যতবার বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় এসেছেন, ততবারই আমাদের সাথে দেখা করেছেন। ফাদার অনলের মা মিসেস শান্তি ডি' কস্তাকে একজন ধার্মিকা, সদালাপী এবং সদা হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি। তাঁর দুই ভাইও একই গুণে গুণান্বিত। শেষবার ফাদার অনল আমেরিকা এসে গত বছরের আগস্টে আমাদের ছোট ছেলে সক্রেটিসের বিয়েতে উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তার একমাস পর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় তাঁর মাকে সাথে নিয়ে যান। তখন কি তিনি জেনেছিলেন, এই যাত্রাই তাঁর শেষযাত্রা ? আমেরিকায় তিনি আর কোনদিন আসবেন না! এ বছর তাঁর জন্মদিন পালন করার মাত্র সাত দিন পর তিনি এ জগত ছেড়ে স্বর্গালোকে পাড়ি জমিয়েছেন!

বিগত ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশে পৌঁছে আমাকে ম্যাসেঞ্জারে বার্তা লিখেছিলেন, 'arrived Rampura, Dhaka, Bangladesh on September 13, evening. Everything was good and sweet on the way. Thanks for your love, concern, hospitality, cooperation, and contribution. It was really fruitful, enjoyable, and memorable tour and visit. May the loving God bless you. Bye! '

ফাদার অনলের মা মিসেস শান্তি ডি' কস্তা একজন যোগ্য মা হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছোট পুত্র সন্তান একজন যাজক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ঈশ্বরের দ্রাক্ষা-খেতের একজন মজুর হিসেবে তার জীবন উৎসর্গ করবে। এই মা তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে কত প্রার্থনা করেছেন এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন তার কিছু বর্ণনা করেছিলেন আমাদের কাছে। এই মা নিজেকে একজন ভাগ্যবতী মা হিসেবে সব সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। এই মায়ের আশীর্বাদে ধন্য সুযোগ্য পুত্র অনলও তাঁর নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সাধনায় ছিলেন অটল। যার ফলশ্রুতিতে একজন সার্থক যাজক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। অনল তাঁর মায়ের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে কুড়িয়ে আনতে পেরেছিলেন স্বর্গীয় প্রশান্তি! বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীতে একজন সফল-যাজক হিসেবে তিনি আপ্রাণ পরিষেবা দিয়ে গিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। নিশ্চয় তিনি তাঁর মাণ্ডলিক এবং মাঙ্গলিক সকল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে পবিত্র-ত্রিত্ব ঈশ্বরকে প্রশংসিত এবং গৌরবান্বিত করেছেন। আমরা ফাদার অনলের জীবনের জন্য মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

ছেলে অনলকে নিয়ে মায়ের ছিল সীমাহীন গর্ব এবং প্রত্যাশা। কিন্তু, এই বয়সে গর্বিতা মা শান্তি ডি' কস্তা তিনি তাঁর আদরের অনলকে হারিয়ে শোকে মূহ্যমান! একজন মায়ের সামনে তাঁর কৃতি সন্তানের নিথর দেহ, কেবল শোকার্তা মা মারীয়ার নিদারুণ কষ্টের কথাই মনে করিয়ে দেয়। একজন মায়ের সামনে তাঁর সন্তানকে কবরস্থ করা কত বেদনার তা একমাত্র সেই মা অনুভব করেন। মহান ঈশ্বর ফাদার অনলের মা শান্তি ডি' কস্তার হৃদয়ে স্বর্গীয়-শান্তির পরশ বর্ষণ করুন! তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করুন, এই প্রার্থনা করি।

স্বর্গীয় মহান ঈশ্বরে এবং আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্টেতে অনন্তকালীন-যাজক হিসেবে অনল টেরেন্স অভিষিক্ত হয়েছিলেন ঐশ্বরিক মহিমায়। ঈশ্বর-সন্তান অনল নিশ্চয় স্বর্গসভাতেও একজন কৃতি-যাজক হিসেবে সম্মানিত হবেন। বিশ্বাস করি, একজন মায়ের অপার স্নেহধন্য পুত্র তিনি সগৌরবে স্বর্গীয় পিতার পাশে স্থান ক'রে নিয়েছেন।

ফাদার অনল, তিনি তাঁর ভালোবাসার বন্ধনে আমাদের সবাইকে আপন ক'রে নিয়েছিলেন। আমরা তাঁর কাছে চির ঋণী!

ফাদার অনলকে হারিয়ে আমরা শোকাভিভূত! আমরা ফাদারের আত্মার স্বর্গীয় অনন্তজীবনের জন্য মহান ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-প্রার্থনা জানাই। তিনি তাঁর এই কৃতিসন্তানকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানে অভিষিক্ত করুন। একই সাথে তাঁর শোকার্তা মা এবং শোককাতর ভাই, বোন ও সকল আত্মীয় স্বজনকে জানাই সমবেদনা। মহান ঈশ্বর তাঁদের শোকভার লাঘব করুন, এই প্রার্থনা করি।

Career Opportunity

The Young Women's Christian Association (YWCA) of Bangladesh is a non-profit voluntary organization working in Bangladesh for the empowerment of women, youth and children for more than three decades, seeks applications from qualified candidates for the following position for its National Office.

Position title: Senior Program Officer – Monitoring & Evaluation

Location : YWCA of Bangladesh (Head Quarter), Dhaka,

Number of Position : 01

Major Duties and Responsibilities:

- **Contribute to develop and implement a Result Based Monitoring Framework/system;**
- **Ensure the efficient implementation of the program/project against set objectives;**
- **Monitor and assess program/project activities and provide feedback to the coordination desk;**
- **Regularly conduct field visits to monitor program implementation as outlined in the operational plan;**
- **Coordinate with other related departments for timely development of monitoring reports, share feedback and assist in orienting and developing capacity of relevant staffs;**
- **Collect the stories on the Most Significance Change and document those to tract outcomes;**
- **Prepare Quarterly Newsletter, reports, minutes and other documents as per organization requirement;**
- **Coordinate external evaluation and conduct internal evaluation/assessment as deemed by the organization;**

Educational Qualification: Master's degree in social science or any other relevant subject from a recognized university.

Work Experience: Minimum 4-5 years of working experience in monitoring from any development sector particularly in Women, Youth and Girl child focused project/program.

Additional Work Experience: The candidate should have mandatory experience in the following areas :

- **Adequate Knowledge on monitoring in development sector, data analysis and reporting;**
- **Experience in NGO/INGO especially in Gender and Rights-based organization is preferable;**
- **Excellent networking, communication, negotiation and interpersonal skills;**
- **Proactive approach, positive attitude, and commitment to professional integrity;**
- **Computer operating skills – MS Word, Excel, Multimedia presentation etc;**
- **Good command of English and Bangla (especially writing and reporting skills).**

Salary and Other Benefits: Salary and other benefits as per Organization policy.

Apply Instruction:

If you meet the above requirements, please submit your application along with a cover letter, latest CV with two references, a recent passport size photo, photocopy of National ID and all academic certificates to: Human Resource Manager, YWCA of Bangladesh, 3/23, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. Name of the position should be mentioned on top left corner of envelope. Or email to: susmita.hr.ywca@gmail.com Only short listed candidates will be called for interview.

Application Deadline: 30 September, 2024

Ability to work effectively in a fast-paced, deadline-driven environment ▪
Excellent time management skills and resourcefulness with strong attention to detail
We promote competitive salary, female friendly workplace, outstanding co-workers (who are respectful, professional, unbiased and easy to work with); equal opportunity that mean equal access to promotion, leadership role or incentive programme.

বিজ্ঞ/১৯২/২৪

সুপ্ত বীজ

সিস্টার অলি তজু এসসি

একবার নামকরা একটি শহরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে অনেক জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের যিনি আয়োজক তিনি মাইকে ঘোষণা দিয়ে একজনকে মঞ্চে এসে উপদেশ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। এতে রীতিমত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। জীর্ন শীর্ণ একটি শার্ট ও লুঙ্গি পড়া এক কৃষক মঞ্চে দাড়িয়ে আছে দেখে সবাই হাসাহাসি ও তিরস্কার করে বলতে শুরু করল, "এই কৃষক উপদেশ দিবে!" তখন সে একটি পঁচা আম দর্শকদের দেখিয়ে বললেন, "আপনারা কি বলতে পারেন, এই পঁচা আম থেকে ভালো আম হতে পারে ?" কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলনা। তখন সে আমটি কেটে আঁটির উপর থেকে পঁচা অংশগুলো সুন্দর করে আলাদা করে বেছে আমের বীজটি নিয়ে দর্শকদের বললেন, "পঁচা আম থেকেও ভালো একটি বৃক্ষের সম্ভাবনা আছে, কারন ভেতরে থাকা বীজটি ভালো, ভালো বীজ থেকে কয়েক বছরে ভালো ফল ফলতে পারে।" কাউকে তুচ্ছ বলে অবহেলা করতে হয়না। কারণ আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও সৎ বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সেগুলো হয়ত অন্যদের চোখে পড়েনা কিন্তু নিজে সেগুলিকে জাগরিত করতে হবে। সুপ্ত বীজ গুলোর সুফল উৎপাদন করতে হবে।

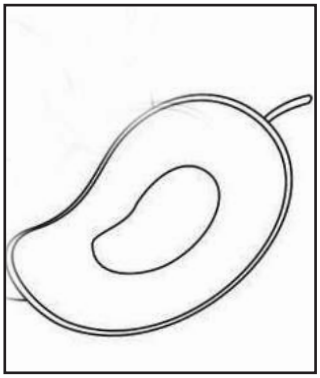

বৃষ্টিপড়ে

শ্রাবন নিকোলাস কস্তা

বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারায়
বৃষ্টি পড়ে,
মনে মনে বৃষ্টি পড়ে
কাপন জাগে শরীরে।
হাতে নিয়ে কদম ফুল;
বর্ষার পানিতে গোসল করতে
হয়না যেন আমার ভুল!
বড়শি হাতে নদীর ধারে
জোয়ার যেন আরো বাড়ে।
খাল বিলে জমে পানি, আসে অনেক মাছ
বন্ধুকে ডাকলে বলি তখন,
বৃষ্টিতে ভিজে খেলতে যাব আজ।
খেলা শেষে বিলের মাঝে
শাপলা তুলতে লাগে ভালো
সুন্দর আকাশ বর্ষায় হয় অনেক কালো।
বনে বনে বৃষ্টি পড়ে ব্যাঙের ছানা হয় খুশি,
বর্ষায় নৌকোয় উঠলে সবাই মিলে হাসি।
বর্ষাকালে বৃষ্টির মাঝে, জেলেরা ধরে মাছ
প্রকৃতি যেন পায় তার প্রিয় নব সাজ।
কৃষক বোনে আউশ ধান
মাঝি ধরে সুন্দর গান
মনে মনে হয় সে খুশি
বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজবো
বলে আনন্দ গুলি পুষি।
বৃষ্টিপড়ে বৃষ্টিপড়ে
বর্ষায় অনেক বৃষ্টি পড়ে।

কেমন তোমার ছবি আঁকেছি!

মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
নাম : অনন্যা রোজারিও
শ্রেণি : ৭ম

মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
নাম : জিসা ফ্লোরেন্স গমেজ
শ্রেণি : ৭ম

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ

সিস্টার গিদ্দিং মার্সেলিন সিমসাং ও শাখী চিরান সিএসসিঃ গত ৯ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের জন্য একটি আনন্দঘন ও উৎসব মুখর দিন ছিলো। এ দিনে সিস্টার দেপি হাদিমা সিএসসি, সিস্টার রেমিনা বার্ণাডেট রংদী সিএসসি, সিস্টার রীপা আন্না কস্তা সিএসসি, সিস্টার উর্মিতা সিসিলিয়া রোজারিও সিএসসি, সিস্টার আন্না মানার সিএসসি এবং সিস্টার গাসুয়া চাম্বুগং সিএসসি মণ্ডলী ও পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও-এ ব্রতীয় খ্রিস্টযাগ ও চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সিস্টারদের ব্রতবাণী গ্রহণ করেন সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি, এশিয়ার এলাকা সমন্বয়কারী।

চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। পবিত্র মঙ্গলবাণীর আলোকে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সংযুক্ত থাকা, যিশুর বাণী অনুসারে একসাথে পথ চলা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি ও বাস্তবায়ন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রদেশীয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ ও চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ফাদার জয়ন্ত গমেজ, পালপুরোহিত পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও, খ্রিস্টযাগ শেষে অনুভূতি প্রকাশ করেন। সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্, সিএসসি, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের পিতামাতাকে তাদের সন্তানকে উদারভাবে পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘ এর মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর কীর্তনের মাধ্যমে নেচে গেয়ে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের গির্জা থেকে বরণ করে নেয়া হয় হলি ক্রস প্রাঙ্গণে। এখানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রীতি ভোজে মিলিত হন। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত হামলার প্রতিবাদ ও জড়িতদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন

স্বপন রোজারিওঃ গত ১৭ আগস্ট ২০২৪, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে দেশে চলমান পরিস্থিতিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং জড়িতদের শাস্তির দাবীতে এক মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও। মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব শ্রী মনিন্দ্র কুমার নাথ, এসোসিয়েশনের যুগ্ম মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরা, চার্চ অব বাংলাদেশের পুরোহিত রেভা. ইম্মানুয়েল মিঠু মল্লিক, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও, পাস্টর জেমস জিপু রয়, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা জলি তালুকদারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও জানান, জুলাই - আগস্ট-২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নওগাঁয় চার্চ অব বাংলাদেশে হামলা, দিনাজপুরে ইভ্যানজিলিক্যাল হলিনেস চার্চে হামলা, নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা এর কালেকশন বুথ লুট করে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়া, বরিশালের গৌরনদীতে ৩টি খ্রিস্টান বাড়ীতে হামলা, খুলনা শহরে ১টি খ্রিস্টান বাড়ীতে হামলা, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে আসকিপাড়ায় একটি বাড়ীতে হামলা, পার্বতীপুরে ছোট হরিপুর মুন্সি পাড়ায় একটি বাড়ীতে হামলা, ঠাকুরগাঁও নিজপাড়া মিশনে মা মারীয়ার মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা ও কয়েকটি মিশনারী স্কুল-কলেজে হামলার চেষ্টা ও হুমকি দেয়া হয়েছে। আর এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই মানববন্ধন।

বক্তাগণ এ সকল ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়েছেন। এ ছাড়া তারা তাদের বক্তব্যে এ সকল ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত বিচার, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, সম্প্রীতি সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ধরণের উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা, '৭২ এর সংবিধানের মৌল চেতনায় ফিরে যাওয়ার সকল ব্যবস্থা করা, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা, ইস্টার সানডেতে সরকারী ছুটি প্রদান করা, বানিয়ারচর হত্যাকাণ্ডের বিচার করা এবং একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবী জানিয়েছেন।

এছাড়াও তাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে একজন খ্রীষ্টান প্রতিনিধি রাখারও দাবী জানিয়েছেন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ ২০২৪

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ: বিগত ৩১ জুলাই থেকে ৩ আগষ্ট পর্যন্ত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় গঠনকেন্দ্রে 'অন্য ধর্মের প্রতি কাথলিক মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গী' বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণটির উদ্দেশ্য ছিল: (১) আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উপর সম্যক জ্ঞান দান করা এবং (২) ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশে, সন্ন্যাস সংঘে, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় সংলাপ কেন্দ্রিক সেবা কাজ করার জন্য সেবাকর্মী গঠন করা।

৩১ জুলাই বুধবার বিকেলের মধ্যে দিনাজপুর পালকীয় গঠনকেন্দ্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭৫ জন প্রার্থীরা পৌঁছে নিবন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে সহার্পিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর রাত ৮:৩০ মিনিটে স্বাগতিক দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সঞ্চালনায় বিশপীয় সংলাপ কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজের শুভেচ্ছা ও পরিচয় পর্ব জ্ঞাপন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আর্চবিশপ, বিশপ এবং ধর্মপ্রদেশের ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। এর পরেই বক্তব্যসহ শুভেচ্ছা-বাণী রাখেন স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশ দিনাজপুরের ধর্মপাল বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিশপীয় খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সভাপতি চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি।

আগস্ট ১ থেকে ৩ পর্যন্ত মূলসুর ভিত্তিক যে-সকল বিষয় উপস্থাপিত হয় তা হল: (১) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: মৌলিক ধারণা, (ফাদার নরবার্ট গমেজ); (২) আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আধ্যাত্মিকতা (কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি) (৩) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ঐশতত্ত্ব ও (৪) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা-উত্তর আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ঐশতত্ত্ব (ফাদার প্যাট্রিক গমেজ) (৫) ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় ডিকাস্টারী (মি: মানিক উইলিভার ডি'কস্তা) (৬) আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উপর এশীয় ধর্মতত্ত্ব ও এশীয় মণ্ডলীর দলিলসমূহ (ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ক্রুজ) (৭) বাংলাদেশ পালকীয় পরিকল্পনা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি) (৮) ইসলাম ধর্মের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি (মোহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকি এবং মোঃ আবেদ আলী) (৯) সনাতন ধর্মের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি (স্বামী বিভাত্মানন্দ মহারাজ); (১০) ভক্তজনগণের জীবনযাত্রায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ:জীবন-বাস্তবতা (প্রফেসর সামশন হাঁসদা), (১১) আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি: জীবন সহভাগিতা (সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা, আরএনডিএম)।

৩ আগষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপত্য পরিদর্শন করা সম্ভব না হলেও ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, গঠনমূলক মূল্যায়ন এবং পরিশেষে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি আর্চবিশপ সুব্রত ও স্বাগতিক বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু অংশগ্রহণকারী সবার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ধন্যবাদসূচক সমাপনী বক্তব্য দিয়ে প্রশিক্ষণটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রশিক্ষণটির সার্বিক আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় ছিল বিশপীয় খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালকের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

লর্ড ডানিয়েল রোজারিও: গত ১৯ আগষ্ট সাধু পিতরের সেমিনারিতে কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক প্রয়াত ডেনিস সি বাস্কের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। সকালে বিশেষ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকারজেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও, ফাদার উইলিয়াম মুর্মু, ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী ও ফাদার অনিল মারান্ডী। উল্লেখ্য উক্ত খ্রিস্টযাগে ডেনিস বাস্কের পরিবার-আত্মীয়স্বজন ও সেমিনারিয়ান সহ প্রায় ৪৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী তার উপদেশ বানীতে বলেন, "ডেনিস বাস্কে ছিলেন একজন নিবেদিত প্রান। ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন কাজে বিশেষভাবে প্রজেক্ট লেখার ক্ষেত্রে তিনি অনেক সহায়তা করতেন। তিনি আদিবাসী সমাজে পড়াশোনার ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রেখেছেন।

খ্রিস্টযাগের পরে প্রয়াত ডেনিস বাস্কের স্মরণে স্মৃতিচারন ও বৃক্ষরোপন করা হয়। পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজ, তার কবরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ফাদার আঞ্জেলো মজ্জনীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস: ১৪ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করা হয় ফাদার আঞ্জেলো মজ্জনীর কথা। আগের দিন ফাদার আঞ্জেলো মাজ্জনীর আত্মার কল্যাণে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান এবং ১৪ আগস্ট খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু টি রোজারিও।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি শহীদ ফাদার আঞ্জেলো মজ্জনীর বিভিন্ন গুণাবলী ও খ্রিস্টীয় আদর্শের কথা তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগের শেষে খ্রিস্টভক্তগণ একে একে সকলে শহীদ ফাদারের কবরে ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা সেটা প্রকাশ করেন।

এ দিনটিকে কেন্দ্র করে আন্ধারকোঠা টাইগার স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজন করে "শহীদ ফাদার আঞ্জেলো মজ্জনী ৫২তম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪"। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রেমু টি রোজারিও, আন্ধারকোঠা টাইগার স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি বাদল বিশ্বাস সহ ক্লাবের সদস্যগণ। ফাদার ও অন্যান্য উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ী দল ও রানার্স আপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"- এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ০১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, মহাখালী চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ক-১১৮/২০, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, সমিতির নির্বাচন – ২০২৪, সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ ও ৫ জন নির্বাহী সদস্যসহ সর্বমোট ৯ টি পদে সমিতির সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গ্রহণের পর ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

অতএব, উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতঃ ভোট প্রদান এবং নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হল। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন দুই কোটির উর্দ্ধে।

ধন্যবাদান্তে-

কবিতা ত্রেসিরা গমেজ
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লি

বিপ্র/১৯৫-ক/২৪

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত, ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, অত্র সমিতির "২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা" আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায়, মহাখালী চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ক-১১৮/২০, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।
অতএব, "২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা" সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পাদন করতে সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকার উপস্থিত হয়ে হাজির থাকার মাধ্যমে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিনীত অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে –

কবিতা ত্রেসিরা গমেজ
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লি:

বি.দ্র: রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করার সময় পরিচয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমিতি প্রদত্ত পরিচয়পত্র/ছবি ও সীলমোহরের যুক্ত পাশ (লেজার) বই সাথে আনতে হবে।

বিপ্র/১৯৫-খ/২৪

মহাশান্তি গমনের ১৫তম বছর

প্রয়াত টনি জন গমেজ

জন্ম: ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৭ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

তোমরা ছিলে এই ধরণীতে
গিয়েছো চিরশান্তির নীড়ে
রেখে গেছো দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

পার্থিব এই জগত ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা চলে গেছ আমাদের নিঃস্ব করে। কিন্তু তোমরা রয়েছো আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে। আজও আমরা পারি না তোমাদের চিরতরে চলে যাওয়ার ক্ষণকে মেনে নিতে। থেকে-থেকে মনে পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় কান্নাভরা কণ্ঠে বাঁচার তাগিদে, একবার বাড়িতে যাবার জন্য বলতে "মাগো, আমি বাড়ি যাবো"। আজও আমরা ভুলতে পারি না।
পরম করুণাময় তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মা : শ্যামলী গমেজ
বাবা : হেবল গমেজ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সীগঞ্জ।

মহাশান্তি গমনের ৯ম বছর

প্রয়াত সুরুজ যোসেফ গমেজ

পিতা : মৃত অনিল গমেজ

জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/১৯৭/২৪

ইউরোপে Work Permit Visa ও বিদেশে পড়াশোনা

Work Permit Visa(সম্প্রতি ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত কিছু দেশে দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট ভিসার কাজ হচ্ছে)

* Netherlands, Poland, Croatia, Bulgaria, Romania, Lithuania ও Serbia-তে Work Permit Visa প্রসেসিং করা হয়। Australia-তে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা ও ভিজিট ভিসা প্রসেসিং এর অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। সুযোগটি সীমিত সময়ের জন্য।
* জাপানে Specified Skilled Worker (SSW) ভিসাতে নার্সিং ও কৃষি কাজে জাপানে লোক নিয়োগ চলছে। এছাড়াও জাপানে International Service ক্যাটাগরিতেও চাকুরীর বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea-তে Study Visa প্রসেস করছি।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada,Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01894-767125
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৯৩/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ দিবসগুলোতে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ২ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষ দিবসগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

সেপ্টেম্বর
২ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
১৪ পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
১৭ ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২১ প্রেরিতদূত ও সুসমাচার রচয়িতা সাধু মথি পর্ব
২৭ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস

নভেম্বর
১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ বালিকা মারীয়া নিবেদন পর্ব
২৪ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

অক্টোবর
২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস
৪ আসিসির সাধু ফ্রান্সিস
৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব
১৩ দুর্গা পূজা
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

ডিসেম্বর
১ আগমনকালের ১ম রবিবার
৮ কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব
১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ বিজয় দিবস
২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব
২৯ জন্মোৎসবকাল পুণ্যতম পরিবারের মহাপর্ব

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 30
Regd. No. DA-33
❖ 25 - 31 August, 2024, ১০ - ১৬ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিশেষ ঘোষণা

বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রথম বাঙালি বিশপ পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি আপন মহিমায় 'মণ্ডলীর গৌরব' 'জীবন্ত সাধু', 'দিনের তারা' নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। সেপ্টেম্বর ২, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, রমনায় তাঁকে 'ঈশ্বরের সেবক' বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, মানব দরদী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। অতীব আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি-এর সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আপনারা অবগত আছেন যে, সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের দ্বিতীয় ধাপ হল "পূজনীয়" আখ্যায় ভূষিতকরণ। সকলের দৃঢ় প্রত্যাশা এই যে, খুব শীঘ্রই ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি-কে পূজনীয় শ্রেণীভুক্ত করা হবে। তবে, এরজন্য প্রয়োজন তাঁর মধ্যস্থতায় অন্তত একটি অথবা একাধিক আর্শ্চযকাজ এবং তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভের সাক্ষ্যদান, যেমন–রোগ থেকে নিরাময়, কঠিন কোন সমস্যার সমাধান, বিপদমুক্তি, নতুন চাকুরী প্রাপ্তি, পারিবারিক কলহ নিরসন ও শান্তি স্থাপন, ইত্যাদি।

আপনাদের জীবনে যদি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মধ্যস্থতায় কোন আশ্চর্য কাজ ঘটে থাকে, অথবা উল্লেখিত কোন ঐশ-অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে অপনাদের ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতকে তা জানাবেন। আপনাদের সহযোগিতাই তাঁকে সাধুশ্রেণীভুক্ত হওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তাঁকে নিয়ে আপনার/আপনাদের কোন স্মৃতি, ঘটনা অথবা অনুপ্রেরণার কথা লিখে পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে। এছাড়াও ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি'র কোন ছবি বা স্মৃতিচিহ্ন থাকলে তা-ও দিতে পারেন। সাধু শ্রেণিভূক্তিকরণের কাজে তা-ও প্রয়োজন হতে পারে।

আগস্ট মাস থেকেই সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী কর্ণার নামে আপনাদের লেখা নিয়মিত ছাপা হবে। তাই আজই পাঠিয়ে দিন আপনার লেখাটি।

সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।
ই-মেইল: **wklypratibeshi@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org